মোহের মুক্তি

(নেশার নক্সা)

ঘোড়দৌড়খেলার পরিণাম।

শ্রীপ্রিয়দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

১৩৩০ সাল।

মূল্য ৷৷৵৹ দশ আনা।

এন্ ব্যানার্জ্জি, বি. এল, ।
কর্ত্তৃক প্রকাশিত ।
৪৭নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রাপ্তির স্থান :—

মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১-১-১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ।

সিদ্ধেশ্বর ডিপজিটরি,
২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

সর্ব্বমঙ্গলা লাইব্রেরী ।
১৩৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট ।

প্রকাশক ও অপরাপর প্রধান পুস্তকালয় ।

এরিয়ান প্রেসে
শ্রীচুনিলাল দাস দ্বারা মুদ্রিত ।
১২।১নং বলাই সিংহের লেন, কলিকাতা।

ভূমিকা।

দর্শন ও বিজ্ঞান—সূক্ষ্ম ও অশরীরী; নাটক ও নভেল স্থূল ও স্বপ্রকাশ। দর্শন ও বিজ্ঞান শত উপদেশ দিয়া যাহা বুঝাইতে পারেনা, নাটক নভেল একটী মাত্র রেখাপাতে তাহা বুঝাইয়া দেয়। আপনাদের কার কি মত জানিনা, আমি কিন্তু দর্শন বিজ্ঞানের চেয়ে নাটক নভেল ভালবাসি।

দুঃখের বিষয়—এমন বিংশ শতাব্দির সুবর্ণ যুগেও, আমাদের সোনার বাঙ্গালায় প্রকৃত নাটক নভেল দেখিতে পাই না। যাহা দেখিতে পাই তাহা রসিকতার অসার বিজৃম্ভণ, কলা বিদ্যার ঘৃণীত অপচার,—উক্তি প্রত্যুক্তি-ময় আদালতের জবানবন্দী মাত্র।

নভেলের চেয়ে নাটক আরও যেন জীবন্ত। উৎকৃষ্ট নাটক—জাতীয় সভ্যতার পরিচায়ক। বাঙ্গালার গর্ব্বতৃপ্তির উপাদান এমন যে নাটক তাহাতেও আমরা বাঙ্গালী চির কাঙ্গালী। আমরা নাটকের পরিচয় পাই—কেবল ঢক্কা নিনাদী বিজ্ঞাপনে; রঙ্গমঞ্চে নাটকের অভিনয়ে দেখি—কেবল কামনার আবিল স্রোত, ইন্দ্রিয়ের উদ্দাম লালসা, উন্মাদের বর্ণবদ্ধ উচ্ছৃঙ্খল খেয়াল। তাই এদেশের দর্শক মণ্ডলী—সীতার বনবাস অভিনয় দেখিবার পরও—"উভয় সঙ্কট" প্রহসনের দৃশ্য দেখিতে চায়। নাটক তাহাদের চিত্তকে নাটিত করিতে পারে না।

আমার বিশ্বাস—এই "মোহের মুক্তি" একখানি আদর্শ নাটক। রেসের নেশায় দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে, কত সোণার সংসারে—শ্মশানের চিতা-বহ্নি জ্বলিতেছে,—এ কথাটা কেহই ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পান নাই। এই চির উপেক্ষিত—খণ্ড-প্রলয়কে অবলম্বন করিয়া যে

একখানি নাটকের নক্সা অঙ্কিত হইতে পারে এ কথাও হয়তো কেহ ভাবিয়া দেখেন নাই। কিন্তু কবির কথা—

"পাপ থেকে যে ফিরিয়ে আনে,
ক্ষুদ্র ক্রটী—তাও যে জানে,
তারেই বলি পাকা নাট্যকার।"

সার্থক ও সুন্দর হইয়াছে—এই ক্ষুদ্র নাট্যকারের অনন্য সাধারণ প্রতিভায়। যে অপূর্ব্ব অনুসন্ধিৎসার বলে—নবীন গ্রন্থকার সমাজের এই মর্ম্মস্থান জাত বিস্ফোটককে লোক সমক্ষে ধরিয়া দিয়াছেন, পাকা ডাক্তারের মত তাহার উপর দক্ষ হস্তে ল্যানসেট চালাইয়াছেন,—স্নিগ্ধ প্রলেপে দাহ স্ফোটের যন্ত্রণা জুড়াইয়াছেন,—সে শক্তি কেবল বর্ণগুরু ব্রাহ্মণেই সম্ভবে। নাটকখানি ক্ষুদ্র—কিন্তু ইহাতে বিন্দুর দ্বারা সিন্ধুর সৃষ্টি বুঝিতে পারি; ইহাতে ভাব ও ভাষার দানবী যুদ্ধ নাই, হাসিকান্নার অপূর্ব্ব ইন্দ্রধনু আছে। লেখকের নিপুণ হস্তের কষাঘাতে—সমাজের সুপ্ত প্রায় লুপ্ত মনুষ্যত্ব—আবার সচেতন হইয়া উঠিবে লেখক নিজ হৃদয়ের সমস্ত সৌন্দর্য্য ঢালিয়া—অন্নদা, সুশীলা, দেবেন ও সরলার ছবি আঁকিয়াছেন, এরূপ সফল চিত্রফটো লিপিকরের ক্যামেরায় খুব কম উঠে। ইহার ভাষায় কোন কৃত্রিমতা নাই—যেন সানন্দ পিকের স্বচ্ছন্দ ঝঙ্কার ভাব—গোমুখীর মত ফেণোর্ম্মী লীলায় পবিত্র। উদ্দেশ্য—দেশকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করা। প্রার্থনা করি—গ্রন্থকারের কামনা পূর্ণ হউক। তাঁহার চিত্র-সাধনা জয় যুক্ত হউক। বাঙ্গালার কাল বৈশাখীর অপরাহ্ণের মত অপ্রসন্নমুখে—আবার শান্তির নির্ম্মল হাসি ফুটিয়া উঠুক।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।
(ভূতপূর্ব্ব বহুদর্শী সম্পাদক)

উপহার।

রেসের নেশায়—যাঁহাদের নির্ম্মল চক্ষু—

অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন,—

মদের—মোহ-মধুর পিপাসায়—

যাঁহাদের কণ্ঠ তৃষাতুর,

বারনারীর—বিলাস-বাসন বিদ্রোহে

যাহাদের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত,

তাঁহাদেরই হস্তে—

এই বিশ্ব জাগরণের মঙ্গল মুহূর্ত্তে

দেশের কল্যাণ কামনায়

"মোহের মুক্তি"

সমর্পণ করিলাম।

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ।

অন্নদা	...	জনৈক শিক্ষিত ধনাঢ্যব্যক্তির সন্তান	
দেবেন	...	...	অন্নদার ভ্রাতা।
হরিবাবু	...	...	জনৈক জুয়াড়ী।
রাম, জগ ও ললিত	...	...	হরিবাবুর প্রতিবেশী।
প্যারিবাবু	...	জনৈক কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তি।	
মঙ্গল	...	...	মোহিনীর ভৃত্য।

মাতাল, ঘেসেড়া, সার্জ্জন বাঙ্গালদ্বয়, মাড়োয়ারীদ্বয়,
কলারওয়ালা ও অন্যান্য লোকগণ।

স্ত্রী।

সুশীলা	...	...	...	অন্নদার স্ত্রী
সরলা	...	...	...	দেবেনের স্ত্রী।
কামিনী	...	...	...	মাতালের স্ত্রী।
মোহিনী	...	...	...	বেশ্যা।

পাগলিনী, ঘেসেড়াণীগণ ও উড়িণী।

প্রস্তাবনা।

বাণী মন্দিরের অঙ্গন।

দুইজন বালক দেবী মুর্ত্তির পানে চাহিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান

গীত।

১ম বালক—বাণী, বীণাপাণি! বারিজ বাসিনি!
বিমলে! বিনোদ বরণে।
২য় বালক—দেহ দিব্যজ্ঞান দেশের কল্যাণ
দয়াময়ি! দেবি! দীনজনে।
১ম বালক—জাগো—জননি! যোগমায়া!
২য় বালক—চাহি চরণের চির ছায়া,
১ম বালক—তব কিঙ্করে করুণা কর,
২য় বালক—মম মানস তিমির হর,
১ম বালক—সুনীল-বসনা! সাহিত্য সাধনা—
সেবকের সাধ মনে;
উভয়ে—পঙ্কজ বদনা! প্রাণের প্রার্থনা
পূর্ণ কর, পদ্মাসনে!

মোহের মুক্তি

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা, ঘোড়দৌড়ের মাঠ।

সেকেণ্ড এন্‌ক্লোজার (2nd Enclosure.)

হরিবাবু ও খেলোয়াড়গণ।

হরি—(উচ্চৈঃস্বরে) ও রাম, ও জগ, ও ললিত! আঃ, এরা সব গেল কোথায়? দরকারের সময় দেখ্‌ছি কাকেও পাবার যো নাই।

অন্যান্য খেলোয়াড়গণ (হরিবাবুকে শশব্যস্ত দেখিয়া)—মশাই, আপনি পাগলের মত ঘুর্‌চেন কেন, আর অমন ক'রে চেঁচাচ্চেনই বা কেন? আপনার কি কোনও অসুখ বিসুখ করেছে না টাকাকড়ি হারিয়েছে? (জনান্তিকে) বোধ হয় লোকটার মাথা খারাপ!

হরি—কে মশাই, আপনারা? আপনাদের তো আমি আত্মীয়তা কর্ত্তে ডাকিনি! নাঃ, আজ দেখ্‌ছি যাত্রাটাই বড় অশুভ!

(রাম, জগ ও ললিতের প্রবেশ)

রাম—এই যে হরিবাবু, এত গোল কিসের?

হরি—হ্যাঁঃ, এত গোল কিসের! তোমাদের গরু খোঁজার মত খুঁজে বেড়াচ্ছি, কোথায় যে তোমরা থাক, খোঁজ পাবার যো নাই। (খেলোয়াড়গণকে দেখাইয়া দিয়া) এই যে এঁরা—জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছেন "মশাই অত চেঁচাচ্ছেন কেন?" আরে! চেঁচাই কি সাধে!

রাম—কেন, কি হয়েছে মশাই?

হরি—হবে আর কি? হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু!

রাম—হরিবাবু, আজ বড়ই দুর্দ্দিন, এই চার চারটে রেস হ'য়ে গেল কিন্তু একটীতেও পেমেণ্ট (Payment) পাইনি।

হরি—কেন, পেমেণ্ট (Payment) পেলে না কেন? তোমরা তো বুঝে খেল্‌বে না, জিত্‌বে কেমন ক'রে?

জগ—না মশাই, আমরা ষ্টেটস্‌ম্যান (Statesman), ইংলিস্‌ম্যান (Englishman), টারফ-গাইডএর (Turf-Guide) টিপ মিলিয়ে খেল্‌ছি, কিন্তু কোনটাই ঠিক্ মিল্‌ছে না। যেবার টারফ-গাইডএর (Turf-Guide) টিপ মেলে, সেবার ইংলিস্‌ম্যান (Englishman), ষ্টেটস্‌ম্যানএর (Statesman) মেলে না; আবার যেবার ষ্টেটস্‌ম্যান (Statesman), ইংলিস্‌ম্যানএর (Englishman) টিপ মেলে, সেবার টারফ-গাইডএর (Turf-Guide) টিপ মেলে না।

হরি—তোমাদের ওসব পাগলামি বৈতো নয়! আরে, ওদের যদি টিপ মিল্‌তো, তা হ'লে আর ভাবনা কি? এ সব টিপ যদি মিল্‌বে, তা হ'লে ওরা কি আর বই তৈরি ক'র্‌তো, না কাগজে টিপ ছাপিয়ে দিত?

ললিত—মশাই, আর তো হেরে হেরে পারি না, যথাসর্ব্বস্ব গিয়েছে! একটা ভাল টিপ—

হরি—দেখতো দেখতো, ঐ ঘেসেড়া কোন্ নম্বরের টিকিট কেনে? শীগ্‌গির যাও শীগ্‌গির যাও, দেরী ক'রো না দেরী ক'রো না, দেখো, ঘেসেড়া যেন না টের পায় যে তোমরা কেউ তার পাছু নিয়েছো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছো কি? যাও, যাও, শীগ্‌গির যাও, শীগ্‌গির যাও; নাঃ—এদের দেখ্‌ছি কোনও রকম রেসপনসিবলিটির (Responsibility) জ্ঞান নেই। ওহে বাপু, এ রেস খেলা! যে সে খেলা নয় — বড় শক্ত খেলা। টাকাটা খোলামকুচি নয়, যে গাড়ী ক'রে স্ফূর্ত্তি ক'রে এলে, আর টাকা জিতে মজা ক'রে বাড়ী চ'লে গেলে। অনেক কাট খড় পুড়িয়ে তবে টাকা পাওয়া যায়।

ললিতের ঘেসেড়ার পশ্চাৎ অনুসরণ;
একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া,

ললিত—মশাই ও চারখানা ৪ নম্বর উইন (Win) টিকিট কিনেছে।

হরি (বোর্ড দেখিয়া)—এ্যাঁ, বল কি! মোটে যে ৫ খানা বিক্রি! এও কি কখনও হয়? এ্যাঁ, বল কি! মোটে যে পাঁচ খানা বিক্রি! নাঃ, তুমি ৫ নম্বর দেখ্‌তে ৪ নম্বর দেখেছো!

ললিত—না মশাই, আমি ভাল ক'রে দেখেছি, ও চারখানাই ৪ নম্বর উইন (Win) কিনেছে।

নাচিতে নাচিতে অন্নদার প্রবেশ ও

গীত।

নেশার সার, রেস নেশা ভাই,
সাগর পার থেকে এসেছে।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গ এই নেশায় আছে ॥
সিদ্ধি হতবুদ্ধি করে,
গাঁজাতে মা লক্ষ্মী সরে,
কিন্তু দু'পুর রোদে তারা ফোটাতে
এই রেসের সমান কি আর আছে ॥

অন্নদা—হরিবাবু, আজ খবর বড় জবর!

ললিত—ভ্যালা আপদ্! কোথেকে এক পাগল জুটলো দেখনা!

হরি—কিহে অন্নদা, কি খবর, বলে ফেল দেখি। (ললিতের কাণে কাণে—২ খানা ৪ নম্বর উইন (Win) কিনে আন, বেশী চাউর করোনা।)

(ললিতের দ্রুতবেগে টিকিট কিনিতে গমন।)

অন্নদা—ওকি মশাই, কাণে মোস্তর ঝাড়্লেন যে? ওসব খবর টবর আমরা যদি শুনি, তা'হ'লে দোষ হবে বোধ হয়! কিম্বা আমাদের

শুন্‌লে হয় তো সহ্য হবে না! না বাবা, তবে আর এখানে খবর ভাঙ্গা হ'চ্ছে না—(যাইবার উপক্রম)

হরি—(অন্নদাকে বাধা দিয়া) যাও কোথায়? একটা উড়ো খবর পাওয়া গেল, তাই ২ খানা হেজ্ (Hedge) করে রাখা গেল।

অন্নদা—হেজ্ (Hedge) করুন আর যাই করুন মশাই, আমার টিপের কাছে আজ আর কারুর টিপ চল্‌ছে না। আজ খবর যা' তা' নয়, একেবারে গাছের টিপ! অনেক টিপ টাপ দেখা গেছে বাবা, কিন্তু এ রকম টিপ কখনও পাইনি, পাবওনা, আর পাবার সম্ভাবনাও নেই! গাছের টিপ—

হরি—ও বাবা, সে আবার কি রকম!

অন্নদা—আর কি রকম! ঘোড়া একবার ষ্টার্ট (Start) নিলে হয়! একেবারে ৪ খানা উইন (Win)এর পেমেণ্ট (Payment)!! যা' তা' নয়, গাছের টিপ—হাঁ!

হরি—আর কদর বাড়িও না—বলনা ভাই—বলনা!

অন্নদা—না মশাই—বলা হচ্ছে না। আমার মহাপাতকের দিব্বি আছে, আমি কোনও মতে ব'ল্‌তে পারব না।

হরি—আচ্ছা, তোমার কি আপ্‌সেটএর (Upset) টিপ? আর গাছের টিপ ব'ল্‌ছো, এর মানে তো আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারছি নে। অনেক টিপ টাপ শোনা গেছে বাবা, কিন্তু গেছো টিপ তো কখনও শুনিনি!

অন্নদা—মশাই, শুধু রেস খেল্‌লেই হয় না! এর মানে এম. এ. বি. এল্., রায় চাঁদ প্রেম চাঁদ (M. A. B. L., Roy Chand Prem Chand) পাশ কল্লেও ব'ল্‌তে পারে না!

(গীত)

আজ রেস খেল্‌ব মজা ক'রে।
আপ্‌সেট (Upset) লাগাব, কত মজা পাব,
প্রাণ্‌টা যাবে সুখে ভ'রে॥
আমি কি ভাবে খেল্‌ব,
কি ভাবে চ'ল্‌ব,
জান্‌তে যদি চাও—
পাছু পাছু তোমরা, আমার সঙ্গ নাও,
আমি মুখে ব'ল্‌বনা,
হেল্‌ব'না দুল্‌ব'না,
কেবল কিন্‌ব টিকিট ভাগের জোরে

হরি—(অন্নদার হাত ধরিয়া)—লক্ষ্মী ভাই আমার, গেছো—টিপ জিনিষটা আমাকে বল্! সত্যি ব'লতে কি অন্নদা, এই চার চারটে রেস হ'য়ে গেল কোনটাতে পেমেণ্ট (Payment) পাইনি। আমার আর পনের, কুড়ি টাকা মোট আছে। এ রেসটা হেরে গেলে— শুধু হাতে বাড়ী যেতে হবে!

অন্নদা—দেখুন, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তাতে ৩০ বৎসর এ কার্য্যে ব্রতী। আপনাকে না বলা অধর্ম্ম। আপনাকে ব'ল্‌ছি, কিন্তু আর কা'কেও ব'ল্‌বেন না। আমার একজন বন্ধু কাল রাত্রে গাছের উপর বসেছিল। সে আজ সবে গাছ থেকে নেমেছে। সে সব ঘোড়ার দৌড় দেখেছে, আর টিপ দিয়েছে; তার টিপ অকাট্য।

হরি—এঁ্যা, সত্যি নাকি? রাত্রে গাছের উপর ছিল? ঘোড়ার চাল দেখেছে? তা হ'লে, এর টিপ যে ফস্কে যাবে, এতো মনে হয় না।

অন্নদা—কখনই না, কখনই না। পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে যেতে পারে, কিন্তু ওর টিপ কখনও মিথ্যে হ'তে পারে না! ঠিক্ জান্‌বেন ওর টিপ ধ্রুব সত্য।

হরি—(অন্নদার কাণের কাছে মুখ লইয়া মৃদুস্বরে) বল, কোন্ ঘোড়া খেল্‌ব?

অন্নদা—(কাণে কাণে) ৭ নম্বর।

[অন্নদার প্রস্থান।

হরি—(ললিত, রাম ও জগকে) এই দশটা টাকা নাও, আর তোমাদের যা আছে, সব টাকায় ৭ নম্বরের টিকিট কেনগে।

ললিত—কেন মশাই, ও কথা ব'ল্‌ছেন কেন? কোন কাগজে বা বইয়ে তো ও ঘোড়ার টিপ নেই? আর ৭ নম্বরের তো, ১¾ মাইলের টাইমিং (Timing) ভাল নয়।

হরি—মজালেরে মজালে! মূলে মাগ নেই তার আবার পুত্রশোক! বাপুহে, এই তো চার চারটে রেস হ'য়ে গেছে কটা ডিভিডেণ্ড (Dividend) পেয়েছ বলতো! এক পয়সা রোজগার কর্‌বার ক্ষমতা নেই কিন্তু লম্বা লম্বা কথাতো বেশ! যাও যাও, আর ফাজলামী ক'রো না। তোমাদের লোকসানগুলো এই রেসটায় তুলে নিয়ে বেশ কিছু মোটা লাভ ক'রে নাও।

জগ—মশাই, আমার ক্যালকুলেসানএ (Calculation) এ ঘোড়া আসে না। আমি এ ঘোড়া খেল্‌বো না।

হরি—আঃ, কি আপদে পড়লুম বাপু, হাড়েনাড়ে জ্বালিয়ে তুল্‌লে! কোথাকার হতচ্ছাড়া, হাড়হাবাতে, বাপেতাড়ান, মায়ে-খেদান ছেলেদের হাতে প'ড়েছি বাবা! এ রকম ক'র্‌লে কি ঘোড়া আসে? ঘোড়া কেন, তার বাপঠাকুরদার ভেতর কেউ কখনও আসে না।

ললিত—মশাই, আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মার্‌বেন না! আপনি যে মধুর সম্ভাষণ ক'রেছেন, তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়। তবে দু'চারটে বিশেষণ প্রয়োগ করতে ভুলে গিয়েছেন। ভদ্রলোকের ছেলের মানসম্ভ্রম, আত্মাভিমান থাক্‌লে সে কি আর জুয়া খেলে?

হরি—কি, এত বড় কথা, আমাকে অপমান! (মাথায় হাত দিয়া ও বই দেখিয়া, যা-যা-ঘণ্টা বাজা শেষ হলো ব'লে, দৌড়)।

সকলে—এ এক বিষম পাগল দেখ্‌ছি!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বালিগঞ্জ, ময়দান।

ঘেসেড়া ও ঘেসেড়াণীগণ

গীত।

ঘেসেড়াণীগণ—

নগ্‌দি রূপিয়া কল্‌কেত্তিয়া, সব্‌ কাম্‌সে।
ওসিওয়াস্তে মেজাজ সরিফ, দিলদরিয়া
হরবকত্‌সে॥

(আউর) মুল্লুক্‌মে নেহি যাবো,
সাতু শাগ নেহি খাবো,
হিঁয়া রহেগা মজা মারেগা
ঘড়ি ঘড়ি সে॥

খসম্‌ লোগ্‌ রেসমে গিয়া
কামায়গা বহুৎ রূপেয়া
পিব দারু খসমজরু, রব খুসীসে॥

১ম ঘেসেড়াণী—আরে হরিয়ার মা, আজ্ বড় ফূর্ত্তি লাগ্‌ছে! কল্‌কেত্তাকা হাওয়া পাণি বড় মিঠা আছে রে, বড় মিঠা আছে! হামি আর এদেশ ছোড়্‌কে যাবেনা।

২য় ঘে—আরে তু কি ব'ল্‌ছিস! ঘোড়েকা সাথ্ তো বহুৎ মুল্লুকমে ঘুম্‌না গেল, লেকেন্ এ্যায়সামাফিক্ মল্লুক তো মিল্‌লো না।

৩য় ঘে—ঠিক্ বলিয়েছিস্, ঠিক্ বলিয়েছিস্! বড় জব্বোর দেশ আছে রে, বড় জব্বোর দেশ আছে!

বৃদ্ধ ঝণ্টুয়া ঘেসেড়ার প্রবেশ :

ঝণ্টুয়া—আরে তুলোক কি ঝুটমুট বক্‌ছিস্! দিল্লী বোল, আগ্রা বোল, লাহোর বোল, বম্বই বোল, কলকেত্তাসে উমদা সহর মিল্‌বেক না! এত্তা বড় বড় বাড়ী, এমন সাফা সিধা সড়ক্, কোন্ সহরমে দেখিয়েছিস্ বোল্‌তো!

১ম ঘে—দেখ্ চাচা, হামলোগ কেত্তা ময়লা থা, যবতক্ হিঁয়া রহা তব্‌সে খুব সুরতি বাড়্‌তা হ্যায়। দেখ্, দেখ্, হাম কেত্তা সাফা হুয়া! এ মুল্লুক্‌কা পানি বড় উমদা হ্যায়।

ঝণ্টুয়া—আরে, সাফাকা বাৎ কি বোল্‌ছিস্ রে? খানা পিনেকা কেত্তো সুবিস্তা বোল্‌তো? মুল্লুকমে সাতুয়া নেহি মিল্‌তা, আর হিঁয়া ডাল, রোটী, গোস হর্‌রোজ মিল্‌তা? তুলোক্‌কা খসমলোগ তো ঘোড়দৌড়মে ঘোড়া লেকে গেছে। তুলোক্ বৈঠে বৈঠে কি

কর্‌ছিস্ রে জুতাখাগী? মজা কর, মজা কর, মিটি গান গা, মিটি গান গা, কলিজা তর্ হ'য়ে যাক্! তোদের উমেরমে হামি কেত্তো মজা লুটাথা।

৪র্থ ঘে—না বাপ্, হামি আজ মজা কোর্‌বে না! তোর ছেলিয়া পিতু, হামার খাড়ু পৈঁচা বিক্রী কর্‌কে ঘোড়দৌড়মে গেছে। হামি গয়না দিইনি বোলে এই দেখ্ কেত্তো হামাকে মারিয়েছে। বোলে গেছে, খেলামে হারলে হামাকে তাল্লাক দেবে।

ঝণ্টুয়া—আরে, চামারের বেটা আছে নাকি, তাই মারিয়েছে! হামিও তোর শাস্‌কে কেত্তো মার্‌তুম, কেত্তো পেয়ার কর্‌তুম, বুঝ্‌লি হারামজাদী জুতাখাগী!

৪র্থ ঘে—না বাপ্, হামার পেয়ারের দরকার নেহি। তুই মার্‌তে বারণ করিয়ে দে।

ঝণ্টুয়া—আরে, তু কি ব'ল্‌ছিসরে গুখেকোর বেটি, তোর বোল্‌তে স্মরম্ লাগ্‌ছে না! না মার্‌লে যে জাত যাবে, বুঝলি হারামজাদী জুতাখাগী! তোর চোদ্দ পুরুষ চামার আছে, হামার সাতপুরুষ [illegible]—হুঁ!

২য় ঘে—তোর ঐ কলসীতে কি আছে দাদা?

ঝণ্টুয়া—আরে, তুতো বড় বোকা আছিস্ দেখ্‌ছিরে! ভাল সরাপ আছে, ভাল সরাপ আছে। পি লে, পি লে।

৪র্থ ঘে—না বাপ্, হামি খাবেনা।

ঝণ্টুয়া—আরে, এতো বড় ঝামেলা লাগালে দেখ্‌ছি! চামারের বেটী চামারনী, বোলে কিনা হামি নেশা খাবে না! ফের যদি ও বাত ব'ল্‌বি, তো তোকে গাড়িয়ে ফেল্‌বো। জানিস্‌তো হামার সাত পুরুষ

চামার—হুঁ! থোড়া থোড়া পি লে, দেখ্‌বি কেমন রংদার হ'বে, কেমন গলা ছাড়্‌বে, কেমন নাচ আস্‌বে।

ভাঁড়ে করিয়া পান ও গীত।

ঘেসেড়াণীগণ—

আরে মোরে সৈঁইয়া
কঠিনা হিয়া বানা।
কাহে সতীন ঘর্‌কে মজা উড়াও
লাজ কি লাগেনা॥
পিয়াসি বাঁদি তেরি
রোয়ে রোয়ে দিন গুজারি,
দিল বাহারি, নয়না মারি
মেরা জান মান রাখ্‌ দেনা॥

ঝণ্টুয়া—বাঃ, বাঃ, বাঃ, বড় বড়িয়া গানরে, প্রাণ তর্‌ হ'য়ে গেল!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ঘোড়দৌড়ের মাঠ।

সেকেণ্ড এন্‌ক্লোজার (2nd Enclosure).

হরিবাবু ও খেলোয়াড়গণ।

রাম, জগ, ললিত ইত্যাদি।

(লাফাইতে লাফাইতে হরিবাবুর প্রবেশ)

হরি—(উচ্চৈঃস্বরে) ও রাম, ও জগ ও ললিত! ভাগ্যিস্ স্বপ্নটা ভাঙ্গতে পেরেছিলুম তাই রক্ষে, না হলে শুধু হাতে আজ বাড়ী যেতে হ'তো দেখ্‌ছি!

ললিত—মশাই, আপনার গেছো টিপের আর ঘেসেড়ার টিপের এই টিকিট নিন্! (টিকিট দেওন)। আপনার পাল্লায় প'ড়ে আমাদের যা' কিছু ছিল সব গেছে। এইবার আস্তে আস্তে বাড়ী যাই চল হে! ট্রাম (Tram) ভাড়ার পয়সা আছে তো?

জগ—সে গুড়ে বালি! লাক্‌লিক্ পাইয়ে দেবে, ট্রাম (Tram) ভাড়ার পয়সা রাখবো কেন?

ললিত—হ্যাঁ, একথা জজে মানে! হবুলক্ষপতির যে বারটা পয়সা ট্রাম ভাড়া নাই, এই কথা বল্‌লে জজ কেন স্বয়ং চিফ্ জাষ্টিস্‌ও (Chief Justice) বিশ্বাস ক'র্‌বেন না! বাস্তবিক তোমাদের কারুর কাছে কি হু'চারটে পয়সা নেই? সেই সকালবেলা নাকেমুখে গুঁজে আপিসে গেছি, যেমন কাজ তেমনিই আছে, কলমের একটী আঁচড়ও কাটিনি। চার

আনা সুদে দরওয়ানের কাছ থেকে তিরিশটা টাকা ধার ক'রে খেল্‌তে এলুম। খেলা শেষ হবার আগেই পপাত ধরণীতলে! (বসিয়া পড়া) নাড়ী বাপান্ত ক'র্‌ছে, চোখে জোনাকী পোকা দেখ্‌ছি, কাণে তালা লেগেছে, মাথার ভিতর ঝিম্ ঝিম্ ক'র্‌ছে। আমার আর ওঠ্‌বার ক্ষমতা নেই। তেষ্টাতে ছাতি ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু ভয় হ'চ্চে খালি পেটে জল খেয়ে ভোঁচকাণি বা লাগে!

রাম—কেন বাবা, জল খাবারের পয়সা নেই কেন? গোড়াতে তো প্রবেশের সময় আট আনা পয়সা পেয়েছ। দু'টাকার জায়গায় আড়াই টাকা কর্‌বার দরকার কি? আস্ত টাকা রাখ্‌লে বখ্‌রায় চলে কিন্তু আট আনা তো বখ্‌রায় চলে না? ঘোড়ায় খায় প্রাণে সয় বাবা, কিন্তু টাকা ভাঙ্গিয়ে পেটে দেওয়া যা, আর নরহত্যা করাও তা! ট্রাম (Tram) ভাড়ার কথা ব'ল্‌ছো? বরাত খারাপ তাই পাওনি, নয়তো একটা ডিভিডেণ্ড (Dividend) পেলেই হ'লো। যতই হারনা কেন, ট্রাম (Tram) ভাড়ার পয়সা থাক্‌বেই থাক্‌বে। ডিভিডেণ্ডএ (Dividend) আর এখন গোটা টাকা নেই। হয় সাড়ে চব্বিশ না হয় সাড়ে পঁচিশ; চব্বিশ পঁচিশ টাকা হবার যো নেই; তুমি আড়াই টাকার নোট বা আধুলি পাবে, কিন্তু তুমি যে দু'খানা আড়াই টাকার নোট বা চারটে টাকা আর দু'টা আধুলি দিয়ে একখানা টিকিট কিন্‌বে তা পার্‌বে না। ট্রাম (Tram) ভাড়া ও জল খাবারের পয়সার জন্য এরূপ সুবন্দোবস্ত হয়েছে!

(লাফাইতে লাফাইতে অন্নদার প্রবেশ)

অন্নদা—শালা, সর্ব্বনাশ ক'ল্লে, সর্ব্বনাশ ক'ল্লে! বেণ্ডএর (Bend) মুখে এসে কিনা বাঞ্চএ (Bench) পড়ে গেল! হতচ্ছাড়া জকি (Jockey)

কোনও রকমে বেরুতে পাল্লে না। হায় হায়! যদি হাক্স্লে, (Huxley) হ্যারিসন, (Harrison) কিম্বা ওয়াকার (Walker) হ'তো তো ঘোড়ার লেজ কাকেও ছুঁতে দিত না!

হরি—ও অনু, ও রাম, ও জগ, ও ললিত!

(নৃত্য) ধিন্ ধিনি তা, তাধিন্ তাধিন্,
ধিন্ ধিনি তা, তাধিন্ তাধিন্—

শিবের মাথা ভেঙে ধোঁয়া বার বাবা, শিবের মাথা ভেঙে ধোঁয়া বার!

ললিত—দেখ, হরিবাবু আমাদের যে ঘোড়া খেল্‌তে ব'লেছিলেন তাই খেলেছি, আর উনিও তাই খেলেছেন; কোনটাই তো আসেনি, তবে ওঁর এত লাফালাফি কিসের?

হরি—দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া—এই দেখ না ২ নম্বর স্মোকরিদ্ (Smoke Wreathe) একখানা উইন টিকিট (Win Ticket) শিবের মাথা!

(নৃত্য) ধিন্ ধিনি তা, তাধিন্ তাধিন্,
ধিন্ ধিনি তা, তাধিন্ তাধিন্—

বামহস্ত বাড়াইয়া—এই দেখনা আর একখানা উইন টিকিট (Win Ticket) ধোঁয়া বার হওয়া!

(নৃত্য) ধিন্ ধিনি তা, তাধিন্ তাধিন্,
ধিন্ ধিনি তা, তাধিন্ তাধিন্—

সকলে—এ লোক্‌টা দেখ্‌ছি আস্ত পাগল!

হরি—পাগল না হ'লে কি শিবের মাথা ভেঙে ধোঁয়া বেরোয়?

ললিত—কি রকম, কি রকম !

হরি—তবে বলি শোন—কাল্‌তো স্বপ্ন দেখ্‌বো ব'লে সন্ধ্যা ৭টার সময় শুলাম। সমস্ত রাত বিছানায় শয্যাকণ্টকির মত এপাশ ওপাশ, কিন্তু শালার স্বপ্নের নাম গন্ধও নেই! জেগে জেগে ভাব্‌ছি, স্বপ্ন দেখ্‌ছি, কিন্তু চোক্‌ রগ্‌ড়ে দেখি যথা পূর্ব্বং তথা পরং—যে জেগে সেই জেগে! ৭টা থেকে সকাল ৫টা পর্য্যন্ত সকল বাজনা কাণে গেছে। ৫টার পর ক্লান্ত হয়ে বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসেছে, আর অম্‌নি দেখি শিবের মাথা দুম্‌ করে ফাট্‌লো ও মাথা থেকে হু হু ক'রে ধোঁয়া বেরুতে লাগ্‌লো! আমারও তৎক্ষণাৎ বিছানা থেকে লম্ফ প্রদান ও এনট্রির (Entry) কাগজ পঠন। তবে বাবা বলে রাখি, স্বপ্ন দেখ্‌তে হ'লে এমন খাওয়ার দরকার যাতে পেট বেশ গরম হয়। পেট গরম হ'লে স্বপ্ন দেবীর আগমন হ'তেই হবে! কাগজ পড়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লুম কোন্‌ ঘোড়া। সব ঘোড়ায় শিবের মাথা য়্যাপ্লাই (Apply) ক'র্‌লুম, কিন্তু কোনও ঘোড়া খাপ্‌লো না। সমস্ত সকালটা কেটে গেল, কিন্তু কিছুই ঠিক কর্ত্তে পার্‌লুম না। আপিসের বেলা হ'য়েছে ব'লে পরিবার এসে তাড়া দিলে। স্নান কর্ত্তে গিয়ে কলের নিচে ব'সেই আছি। দেরি হওয়াতে পরিবার এসে ফের তাড়া দিলে! উঠে ঠাকুর ঘরে গেলাম। ঠাকুরের কাছে অনেক কাকুতি মিনতি কল্লুম, কাঁদাকাটি ক'রে বল্লুম, "ঠাকুর যখন স্বপ্ন দিয়েছ তখন উহা ভেঙে দাও।" কে কার কথা শুনে, ঠাকুর যেমন নির্ব্বাক, নিস্পন্দ তেম্‌নি রইলেন! দেরী দেখে পরিবার এসে আবার তাড়া দিলে। তাড়াতাড়ি ক'রে হাতেমুখে করে আপিসে গেলাম। কোনও কাজে মন নাই,

সাহেবের কাছে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার খেলুম, কিন্তু ভবি ভোল্‌বার নয়! যেই দেড়টা বাজা অম্‌নি আপিস থেকে সট্‌কান। ট্রামে ব'সে ভাব্‌তে লাগ্‌লুম, কত লোক কত ডিসকভারি (Discovery) কত ইন্‌ভেনশন্ (Invention) ক'ল্লে আর আমি একটা স্বপ্ন দেখে তার মানে কর্ত্তে পার্‌লুম না। আমার মত গণ্ডমূর্খ আর কে আছে? চারটে রেস হ'য়ে গেছে, খেলে আস্‌ছি, কিন্তু মন আমার শিবের মাথা ভাঙার উপর! ললিতের সঙ্গে ঝগড়া কর্ত্তে কর্ত্তে ২নং স্মোকরিদের (Smoke Wreathe) উপর নজর পড়া অম্‌নি এক দৌড়ে ২ খানা উইন (Win) কেনা! গ্র্যাণ্ড সাক্‌সেস (Grand Success) গ্র্যাণ্ড সাক্‌সেস! (Grand Success) কলম্বস, (Columbus) সার আইজ্যাক নিউটন, (Sir Isaac Newton) ডিসকভারার (Discoverer) মাত্র, কিন্তু ইন্‌ভেন্‌টর (Inventor) ক'জন জন্মেছে? কি ব'ল্‌বো, আমি ভেতো কালা রাইস ইটার (Rice Eater)। আমি যদি ইংরেজ কি অন্য কোনও জাত হতুম তা হ'লে আমার নাম পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার কর্ত্তো!

ললিত—মশাই আর কখনও কি কোনও স্বপ্ন দেখেছেন?

হরি—কেন দেখ্‌বো না—

ললিত—কি স্বপ্ন মশাই?

হরি—কেন, ফিট্‌স ক্লিয়ারেন্‌স, (Fitz Clearance) সি ল্যাড, (Sea lad) সফট নোজ, (Soft nose) পিক্ অফ দি বান্‌চ, (Pick of the bunch) নিকারাগুয়া (Nicaragua) এরা যেদিন যেদিন উইন (Win) করে সেদিন সেদিন ঠিক্ এই মত স্বপ্নে দেখি!

ললিত—স্বপ্নে ঘোড়া দেখে চিন্‌লেন কেমন ক'রে ?

হরি—তুমি ভারি বোকা! স্বপ্ন দেখা—সহজ, ভাঙ্গা কঠিন। ফিট্‌স ক্লিয়ারেন্‌স (Fitz Clearance) যেদিন উইন (Win) করে সে দিন স্বপ্নে একটা সাপ শোঁ শোঁ করে দৌড়ে যেতে যেতে ফোঁস্ ক'রে উঠলো! শোঁ শোঁর ফিটস (Fitz) আর ফোঁসের ক্লিয়ারেন্‌স (Clearance).

(সকলের হাস্য।)

হরি—তোমরা হাসছ ? নাঃ—তোমাদের কাছে আর ব'লবোনা। তোমরা নাস্তিক !

ললিত, জগ ইত্যাদি—নানা, বলুন মশাই, আমরা আর হাসবো না।

হরি—(গম্ভীরভাবে) সি ল্যাড, (Sea lad) সমুদ্রের ঢেউ, সফট নোজ, (Soft nose) নাকে মশা কামড়াচ্চে, পিক অফ দি বান্‌চ, (Pick of the bunch) আকের তাড়া, নিকারাগুয়া (Nicaragua) বিষ্ঠার বাল্‌তি।

ললিত—মশাই যখন স্বপ্নই দেখেন, তখন গাছের টিপ, ঘেসেড়ার টিপ, কাগজের টিপে খেলেন কেন ?

হরি—নাঃ তোমাকে বোঝান', আমার কাজ নয়! সব সময় কি স্বপ্ন মেলে ?

ললিত—মশাই বোধ হয় রেসে হারেন না কিন্তু তুফাক দেখ্‌ছি, জামাটাতে তো তালির অভাব নেই !

হরি—(কাপড় দেখাইয়া) দেখ দেখিনি কোন জায়গায় সেলাই নেই। বড় খেলোয়াড়—অম্‌নি হইনি বাবা! যথা সর্ব্বস্ব খুইয়ে,

মাইনের টাকা ইনষ্টলমেণ্ট (instalment) ক'রে, তবে "কাল জুয়াড়ী" নাম পেয়েছি। কিন্তু এমন জুয়াড়ী আছে, যে, টাকার অভাবে ভিতরে ঢুক্‌তে পারে না। তারা বাইরে দাঁড়িয়ে তা'দের টিপ মিল্‌ছে কি না, যাচিয়ে নিচ্ছে। তারা আমার চেয়ে ঢের বড়! জানতো—ফেলিওরস্‌ আর দি পিলার অফ সাক্‌সেস, (Failures are the pillars of success) "শতমারী ভবেৎ বৈদ্য, সহস্রমারী চিকিৎসকঃ!"

ললিত—মশাই, বড় খেলোয়াড় হ'তে হ'লে কি, যথাসর্ব্বস্ব খোয়াতে হয়?

হরি—বল্লুম তো তোমাকে। যথাসর্ব্বস্ব মানে শুধু বাড়ী ঘর দোর, গহনাপত্তর, থালা ঘটি বাটী নয়, হাঁড়ী কলসী জামা কাপড় সব!! জুতো থাক্‌বে, কিন্তু পয়সা অভাবে সারাতে পার্‌বেনা; জামা কাপড়ের বেলায়ও তাই!—এখন তবে চল্লুম—অন্য ধান্দা আছে।

ললিত—চলহে, পায় পায় এখন ঘরের দিকে যাওয়া যাক্‌।

রাম—চল, কিন্তু ঘরে অন্ন আছে কিনা সন্দেহ! নিয়ে যাচ্ছিতো গলে পুরে! অষ্টরম্ভার সঙ্গে সম্মার্জ্জনীর মিলন না ঘটে! যাহোক্‌ বাবা বরাৎ!

জগ—মাভৈঃ, মাভৈঃ, আমার কাছে চার আনা পয়সা আছে। ডালমুট ও চিনেরবাদাম কিনে টুক্‌তে টুক্‌তে চল্‌লে গড়ের মাঠ থেকে কাশীপুর পর্য্যন্ত যাওয়া যাবে; শ্যামবাজার বাগবাজার তো কোন ছার!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বৌবাজারের মোড়।

জনৈক লোকের গীত।

ঘোড়দৌড়, নমস্কার করি তোমার পায়,

তোমার নেশায় মত্ত হ'য়ে—

ধর্ম্ম কর্ম্ম সবই যায়।

রবি সোম মঙ্গল বুধ এক রকমে কেটে যায়;

ঘোড়ার এনট্রি (entry) হয় গো বাহির

বেস্‌পতিবার এলে হায়!

শুক্‌কুরবারের সকালেতে, আশাতে মন ওঠে মেতে,—

(আবার) শনিবারের বারবেলাতে

কপাল দোষে সব ফুরায়!

মনে করি আর যাব না খেলবো না এ খেলা আর,

লোকসানে লোক মরে কেঁদে,—

হয় নাকো লাভ্ ভাগ্যে কার,—

এম্‌নি তোমার মোহের টান,—

ভুলে যাই মান অপমান,

যাবার জন্যে, হইগো হন্যে—

দেহেতে প্রাণ রাখা দায়!

টাকা ওড়ে হাজার হাজার
তবু ব্যাজার হয় না মন,
রেগে উঠি—একটী—পয়সা
চায় যদি গো মা কি বোন্.
বলি তা'দের আর চেওনা, পয়সা কোথা পাই বলনা,—
তোদের জ্বালায়—এ সংসার—
ছাড়্‌তে বুঝি হয় আমায়!

পাওনাদারের রোজ তাগাদা,—
সে সব কথা কে শোনে?
খেলার সময়—মেজাজ চড়া,
বাদশা নবাব যাই ব'নে;—
পয়সা জোটে তার বেলাতে, এমনি মজা—এই খেলাতে,
পথ্যবিনে রুগ্ন ছেলে—এ দিকেতে অক্কা পায়!

পাঁচ টাকাতে সাত টাকা লাভ,
তবু থাকে মনের ক্ষোভ;
পাঁচ সাতশোয় পেট ভরে না—
এমনি মোহ, এমনি লোভ;
থাক্‌তে আঁখি—দৃষ্টি হারা, দিনে দিনে লক্ষ্মীছাড়া,—
জ্ঞান থাক্তে পাইনে ভেবে—
ঘাড়ের এ ভূত কে নামায়?

জন্মদাতা মহাগুরু, বস্ত্রাভাবে ছিন্ন বেশ,
পাগলিনী মা জননী, তৈল বিনে—রুক্ষ কেশ,—
পরিবারটা কেঁদে মরে, ছেলেটা হয় মুখ্যু ঘরে,
থুব্‌ড়ো মেয়ের হয় না বিয়ে,—
লোককে বোঝাই কন্যাদায়!

সারা দিবস্ সারা হ'য়ে, যা' কিছু হয় উপার্জ্জন,—
খাইনে পেটে—সবই রেসে—
শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পণ,—
উপদেশে অঙ্গ জ্বলে, প্রাণ গলে না অশ্রুজলে,
রেসই স্বর্গ, চতুর্ব্বর্গ,
আসল স্বর্গ কে আর চায়!

ভবিষ্যতের ধার ধারিনে,
ভাবিনে কি হবে কাল,—
ভদ্র ঘরের ছেলের যে হয়—
তোর প্রেমেতে হাড়ীর হাল,
হায়রে খেলা! একই ভাবে,
দিন কি মোদের কেটে যাবে,
ভাঙবে না ধ্যান, আস্‌বে না জ্ঞান,
সব খোয়াব তোর নেশায়।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।
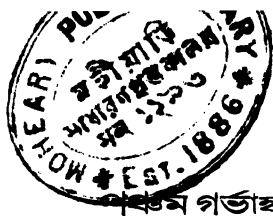
মোহিনীর বাটীর কক্ষ।

অন্নদা (বেড়াইতে বেড়াইতে)—কি পাজি নেশা! কি পাজি নেশা! মনে করি একেবারে ছেড়ে দিই, কিন্তু কিছুতেই ছাড়বার যো নেই। বাপ, আমাকে যেন পেয়ে বসেছে—খেয়ে বসেছে! কাল সুশীলার কাছ থেকে ২০০৲ টাকা নিয়েছি, আজ তা'র একটা পয়সাও নেই। উঃ, আজ যেমন কষ্ট হচ্ছে, এই কষ্টটা যদি সব সময়ে থাকে, তা হ'লে রেস খেলাটা ছেড়ে দিলেও দিতে পারা যায়! অন্য দিন-গুলো এক রকম কষ্টে সৃষ্টে কাটে—ঘোড়ার কথা মনে হয় না; কিন্তু শুক্কুরবারের বিকেল থেকে পিটে যেন চাবুক প'ড়্‌তে থাকে। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) উঃ, কি ছিলুম, আর কি হ'লুম? ইস্কুলে যখন প'ড়তুম তখন যারা পান খেতো তাদের কত ঘেন্না করতুম, যারা চুরোট খেতো তাদের কত তিরস্কার কর্‌তুম, যারা মিথ্যা কথা ক'ইতো তাদের সঙ্গে কথাই কইতুম না। কিন্তু আজ?—মদ আমার জীবনীশক্তি, বেশ্যা আমার সহচরী, মিথ্যা কথা আমার ইষ্টমন্ত্র। এক একবার মনে হয়, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আবার যেমন ছিলুম সেই রকম হই কিন্তু এম্‌নি এক কুহক আমার পাছু পাছু ঘুর্‌ছে যে কিছুতেই তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছিনা! সব্ জানি, সব্ বুঝি, কিন্তু কিছু কর্‌বার যো নেই। পাপ খেলার ঝোঁক—আমাকে এম্‌নি পেয়ে বোসেছে, যে সেই যেন সব, আমি কিছুই

নই। আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক সব আছে, কিন্তু থাক্‌লে কি হবে, তারা তো আমার অধীন নয়। ওহো হো! কি কষ্ট! কি যন্ত্রণা! সব আছে অথচ কিছুই নেই! কখনও কারুর কাছে মাথা নিচু করিনি, এককথা বল্‌লে দশকথা শুনিয়ে দিয়েছি, কিন্তু আজ আমি একজন সামান্য লোকের কাছে যেতেও ভয় পাই! মনে হয়, আমি যেন কত অপরাধে অপরাধী আর সে আমার বিচারক! আগে যারা আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কথা কইতে সাহস কর্ত্তোনা, আজ তারা আমার মুখের উপর কথা শুনিয়ে দেয়! হবেনা কেন? লোকের দোষ কি? মদোমাত্তাল জুয়াড়ীকে কে আর সম্ভ্রম করে? কুহকটা বোধ হয় কিছুক্ষণ ছেড়ে গেছে, তাই এতটা ভাব্‌তে পার্‌ছি, আবার ঘাড়ে চাপ্‌লে—সব ভুলে যাব!! নাঃ, এবার যদি চাপে, তাহ'লে নিশ্চয় আমি গলায় দড়ি দেবো, আফিম খাবো, না হয় গঙ্গায় ঝাঁপ দোবো। সেবার মোহিনীর কু-ব্যবহারে আফিম খাচ্ছিলুম কিন্তু বিবেক খেতে দিলেনা; বল্লে "আত্মহত্যা করিস্‌নি, আত্মহত্যা করা মহাপাপ; এখানকার যন্ত্রনা সহ্য কর্ত্তে পাচ্ছিস্‌না নরকের যন্ত্রণা যে এর চেয়ে ঢের বেশী!" তাই ভয়ে আত্মহত্যা করিনি!

আচ্ছা, এই মোহিনীটাকেও কি ছাড়তে পারা যায়না? মদ, রেস, মেয়েমানুষ এই ত্রিপাপ—তেরস্পর্শ—এ কি ছাড়া যায় না? খুব যায়, যদি মনের জোরে—কুহককে পদদলিত ক'র্ত্তে পারা যায়! এইটেই যে অসম্ভব! যাক্—আর ভাব্‌বো না—অনেক ভেবেছি, ভাবনার আদি নেই অন্তও নেই! মাথার ভিতর যেন আগুন জ্বল্‌ছে! ঐ না, সেল্‌ফে (shelf) মদের বোতল? বাঁচা গেল—একটু খাওয়া যাক্, সব ভুলে যাব।

বোতল হইতে মদ খাওয়া ও বোতল রাখিয়া দেওন।

সহসা টলিতে টলিতে মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনী। কিগো অন্নদাবাবু যে? এসেছ? বেশ—বোসো। আমার টাকা কই? শীগগির দাও ভাই, শীগগির দাও, আমার কিছু ভাল লাগ্‌ছেনা। আজ সকাল থেকেই স্বরু করা গেছে। ঐ এক বোতল সেল্‌ফে (Shelf) আছে, আর দুবোতল আনান যাক্‌। কেবল স্ফূর্ত্তি! কেবল স্ফূর্ত্তি! বাঃ, বাঃ, বাঃ, বড় মজা, বড় মজা! নেশা কমে আস্‌ছে, বোতলটা একবার দাও তো, একটু টেনে নেওয়া যাক্‌।

(অন্নদার বোতল দেওন।)

এঁ্যা, অনেকটা খালি যে? এ থেকে খেলে কে? এই একটু আগে আনিয়েছি, এর মধ্যেই এত কমে গেল? (মদ খাইয়া)—দাও ভাই, টাকা দাও—টাকা দাও—আমার কিছু ভাল লাগ্‌ছে না।

অন্নদা—মোহিনী, ভাই, আমার কাছে একটী পয়সা নেই। কাল সুশীলার কাছ থেকে তোমার জন্যে ২০০৲ টাকা নিয়েছিলুম কিন্তু রেসে সব্‌ হেরে গেছি !!

মোহিনী—আর চালাকি ক'রোনা। দাও দাও টাকা দাও, টাকা দাও, আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনা, আমার পা টল্‌ছে।

অন্নদা—সত্যি ব'লছি মোহিনী, আমার কাছে একটী পয়সাও নেই। আমি এ ক্ষেপ যে রিক্তহস্ত।

মোহিনী—তোমার ও ন্যাকাপনা কথা ছেড়ে দাওনা গো! এখন টাকা দেবে কিনা বল। মিছে কথায়—ভুলিও না।

অন্নদা—মোহিনী, আমি কি তোমার কাছে মিছেকথা বল্‌ছি? এই আমার জামার পকেট দেখনা? চুরোট দেশলাই ছাড়া কিছু পাবে না।

মোহিনী—(পকেট দেখিয়া) তুমি কেমন ভদ্রলোক—বলতো? পরশু দিন টাকার জন্য কি কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে—ভুলে গেছ বুঝি? তোমার লজ্জা সরম কি একেবারেই নেই? সে দিন তো তোমাকে স্পষ্ট বোলে দিয়েছি এ সব জায়গা গরীব কাঙ্গালের নয়?

অন্নদা—মোহিনী, তুমি কি ব'লছো? তোমার কথাতো কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না।

মোহিনী—তা পার্‌বে কেন? তুমি যে কচি খোকা! সব বোঝ আর কাজের বেলায় ন্যাকা সাজ। সংসারখরচের টাকা, রেসের টাকা, মদের টাকা এ সবতো বেশ জোগাড় হয় আর আমার টাকার বেলায় আগুন লেগে যায়। (মুখ বাঁকাইয়া) ঢং দেখনা, ন্যাকা মিন্‌সে!

অন্নদা—কেন মোহিনী, তোমাকে তো আমি বরাবর টাকা দিয়ে এসেছি, শুধু টাকা কেন, যখন যা চেয়েছ তখন তা' দিয়েছি। তোমার কোনও দুঃখতো আমি রাখিনি। আমি তো সংসারের কোনও খরচ দিই নে, দেবেন দেয়। বল্লুমতো, তোমার জন্য কাল সুশীলার কাছ থেকে ২০০৲ টাকা নিয়ে ছিলুম কিন্তু রেসে হেরে গেছি। দুচার দিন দেরী কর, টাকা এনে দেবো। রোজ রোজ চাইতে লজ্জা করে যে?

মোহিনী—আমরি! মরি! কি আমার লজ্জাবতী লতারে! ছুঁলেই

কুঁক্‌ড়ে যান। জাননা, লজ্জা, সরম, ভয় এই তিন থাকৃতে কি আমাদের বাড়ী আসা চলে। তোমার লজ্জা তোমাতেই থাক্‌, টাকা না দাও—ভালয় ভালয় বিদেয় হও বল্‌ছি। আমার ও প্যান্‌প্যানানি ভাল লাগে না।

অন্নদা—মোহিনী, তোমার জন্য যে আমি সব খুইয়েছি। তুমি যে আমার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান! তোমায় না দেখ্‌তে পেলে মরে যাব যে মোহিনী।

মোহিনী—বা—ইয়ার! খুব সোহাগ দেখ্‌ছি যে! এখন ও বক্তিমে রাখ, আমি তোমার পরিবার নই, যে তোমাকে ত্যাগ কল্লে জাত যাবে। সম্বন্ধ আমাদের টাকার সঙ্গে, তোমার টাকা ফুরিয়েছে আমার সঙ্গে সম্বন্ধও ফুরিয়েছে। সোজা কথায় বলছি, ভালয় ভালয় বিদেয় হও।

অন্নদা—মোহিনী, তোমার কি দয়ামায়া নেই? চক্ষুলজ্জাও নেই?

মোহিনী—বেশ—বেশ—নতুন কথা শুন্‌ছি! দয়া—মায়া—চক্ষু লজ্জা—, ও সব কি জান? টাকা, টাকা, টাকা! টাকার জন্য দেহ, মন, সব বেচে ফেলেছি। দয়ামায়া জানিনে, জানি টাকা। হয় টাকা, নয় সদর দরজা।

অন্নদা—(হাত জোড় করিয়া) মাপ কর মোহিনী!

মোহিনী—তুমি ভাল কথার কেউ নও দেখ্‌ছি? মঙ্গল, ও মঙ্গল!

মঙ্গল—(নেপথ্যে) যাই মা।

(মঙ্গলের প্রবেশ)

মঙ্গল। কি হয়েছে মা?

মোহিনী—এই মুখ্‌পোড়া মিন্‌সেকে তাড়িয়ে দেতো? অনেক পাজি বদমায়েস মিথ্যাবাদী দেখেছি বাপু, কিন্তু এ রকম বেহায়া পাহাড়ে মিথ্যাবাদী আর দেখিনি। ভাল পাপ!

মঙ্গল—কেন, আজ আবার কি হ'য়েছে মা?

মোহিনী—টাকা আনেনি—

অন্নদা—মোহিনী, একটু মদ দাও, মাথাটা কেমন ক'রছে!

মোহিনী—মদ—মদ কলের জল আর কি? মদ অম্‌নি মেলে, না? ওঃ—তুই তবে বোতল থেকে মদ খেয়েছিস্? সরে পড়, নইলে গলায় হাত দিয়ে বার করে দেবো।

মঙ্গল—চলে যান্‌না বাবু? ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে দেখ্‌ছেন কি?

অন্নদা—উঃ, প্রাণ যায়, মঙ্গল! তুই বাবা একটু মদ দিতে বল।

মঙ্গল—আচ্ছা বাবু, চেষ্টা কচ্ছি। মা, বাবুকে একটু মদ দাও না—

মোহিনী—এই নে, শেষ খাওয়া খেয়েনে! কিন্তু খেয়েই বের হ'য়ে যাওয়া চাই।

অন্নদা—মদ খাইয়া (স্বগতঃ) আঃ, মাথাটা ঠাণ্ডা হ'লো! এত লাঞ্ছনা, এত গঞ্জনা, তাও সহ্য কর্ত্তে হ'লো। বাঃ বাঃ, বেশ্যার মুখে গালাগাল! বাপ্‌মার নাম বেশ উজ্জ্বল করছি, বেশ সুসন্তান জন্মেছিলুম, বংশের যোগ্যবংশধর, কুলের কুলতিলক, বেশ্যার গোলাম!

আচ্ছা, এই সুযোগে কুহকটাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখা যাক্ না কেন?

প্রশ্ন—কুহক, মোহিনী যদি তাড়িয়ে দেয় কি হবে?

উত্তর—মরে যাবি।

প্রশ্ন—কেন?

উত্তর—তুই যে তাকে বড্ড ভালবাসিস্। দিনরাত্তির তার কাছে থেকে তোর মায়া বড্ড বেড়ে গেছে।

প্রশ্ন—কিন্তু তার তো মায়া নেই?

উত্তর—নেই বা রইল? তোর যাতে সুখ, তাই কর। জানিস্ তো জগৎটা স্বার্থপর। যে যার স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত।

প্রশ্ন—মোহিনী তো আমাকে যখন তখন গাল দেয়, অপমান করে?

উত্তর—তাতে কি আসে যায়? গাল অপমান, তো আর শরীরে বিঁধে থাকে না।

অন্নদা—বা—বা—ঠিক্ জবাব মিলেছে! এইবার সকল সংশয়—ছিন্ন! জটিল রহস্য এতক্ষণে সরল হ'য়ে এসেছে! কে কার? সংসার, কার সংসার? ভাল মন্দ—কথার কথা। ভালও নেই, মন্দও নেই? সুশীলার কাছে টাকা চাইবো তাতে আর লজ্জা কি? (প্রকাশ্যে)—মোহিনী, কালই আমি তোমাকে টাকা দেবো।

মোহিনী—আমার টাকার দরকার নেই।

অন্নদা—অনেক কথার খেলাপ করেছি, কিন্তু আর একবার আমায় বিশ্বাস কর। আমি দিব্বি করে ব'লছি কাল তোমার

টাকা দেবোই দেবো। (মোহিনীর পা ধরিয়া) আমার এই শেষ অনুরোধ।

মঙ্গল—মা, এই বারটা দেখুন না বাবু কথা রাখেন কি না? তবে বাবু আমি ব'লে দিচ্ছি, টাকা না দিয়া মাকে একখানা ভাল গয়না দেবেন।

মোহিনী—মঙ্গল, তুই আর জ্বালাস্‌নে বাপু, মাইনে জোটেনা আবার গয়না?

অন্নদা—এই বইতো নয়? কালই গয়না পাবে।

মোহিনী—ভাল, আর একবার দেখা যাক্। কাল গয়না না পেলে, এ পথে কাঁটা!

অন্নদা—আচ্ছা, কাল দেখে নিও। মঙ্গল! ২ বোতল ভাল মদ নিয়ে আয়। মদের যা' দাম, কাল দেড়া পুষিয়ে দেব।

[মঙ্গলের প্রস্থান।

মোহিনী—এস, এইটুকু শেষ করা যাক্। ২ বোতল যখন আস্‌ছে তখন রাত্তিরটা কাট্‌বে ভাল। আহা! তোমার মুখখানি যেন শুকিয়ে গেছে! আজ বুঝি খাওয়া হয় নি? চল—ও ঘরে ব'স্‌বে চল। ঝিকে আমি কিছু খাবার আন্তে পাঠাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

——:০:——

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অন্নদার বাটীর শয়ন কক্ষ।

অর্দ্ধ নিদ্রিতাবস্থায় অন্নদা শায়িত এবং তৎপার্শ্বে সুশীলা দণ্ডায়মাণ।

সুশীলা—আচ্ছা, ও ছাই খেলা কি না খেললেই নয়! দেখ দেখি, খেলার জন্য যথা সর্ব্বস্ব খুইয়েছ! বাড়ী ঘর গহনা পত্তর যা কিছু ছিল সব্ গিয়েছে। এমন লোক নেই যে কিছু না কিছু পাবে! ভাঁড়া-ভাঁড়ি ক'রে কদ্দিন চলে বল দেখি! আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু এ ভাবে মানুষের দিন কখনও কাটে না। সকলেই জোচ্চোর জেনে গেছে! মুদি ধার দিতে চায় না, ধোপা কাপড় কাচ্‌বো না বোলে জবাব দিয়ে গেল, বাড়ীতে একখানা আস্ত কাপড় নেই! এ সব দেখে শুনে তোমার কি কষ্ট হয় না? ছিঃ! তোমায় আর কি বলবো, তুমি স্বামী তোমার অমঙ্গল চিন্তা করা মহাপাপ! একবার তোমার ছোট ভাইয়ের কথা ভাব দেখি! বাছার এখনও ২৩ বৎসর পার হয়নি। কি সরল সত্যনিষ্ঠা, কি কর্ত্তব্য পরায়ণতা, কি ভ্রাতৃবৎসলতা! হবেনা কেন, এক রক্ত—দু'ঠাঁই বৈতো নয়।

অন্নদা—আরে কাহে বক্ বক্ করতা হ্যায়। একেবারে বেদব্যাসের আবির্ভাব দেখ্‌ছি। খোঁয়াড়ীর মুখে একটু গরম মাংসের ঝোল খাওয়াতে পার তো বুঝি তুমি পরিবার। আবার মোহিনীকে আজ একখানা ভাল গয়না না দিলে সে আর বাড়ীতে ঢুক্‌তেই দেবে না বোলেছে।

সুশীলা—তুমি বল কি গো? এ কথা ব'লতে তোমার একটু বাধ্‌লো না। আমার যা' কিছু টাকা কড়ি গয়না পত্তর ছিল সব্ রেস মদ ও মেয়েমানুষকে দিয়ে নষ্ট করেছ। আমার থাকার মধ্যে আছে এই দুগাছা নোয়া। হিন্দুর মেয়ের এই বড় গরবের গহনা! আশীর্ব্বাদ কর এই গয়না যেন আমার জন্ম জন্ম বজায় থাকে!

অন্নদা—থাক্, তোমার আর লেক্‌চারে (Lecture) দরকার নেই, ঢের হয়েছে। যদি আজ গয়না না পাই তা'হলে বুঝেছ?—মদের সঙ্গে ভরি খানেক আফিম। বেশীক্ষণ সময় নেবে না, ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই সাবাড়।

সুশীলা—ওগো বল কি গো, আমি পাব কোথায়? থাক্‌তো তো দিতুম। তোমার পা'ছুঁয়ে দিব্যি ক'র্চ্চি আমার একরত্তিও সোণাদানা নেই। কেবল ছোট বোয়ের গায়ে দু'একখানা আছে মাত্র।

অন্নদা—তা পেলেও আজ আপত্তি নেই। বৌমার হোক্, তোমার হোক্ আর পাড়াপড়সীরই হোক্ আমার গয়না চাইই চাই—বুঝেছ?

সুশীলা—মা ভগবতি, তোমার মনে কি এই ছিল মা! যে সরলা বালিকা আমা'বই জানে না, যাকে পয়সা দেওয়া দূরের কথা এক মুঠো মুড়ি পর্য্যন্ত দিয়ে আদর কত্তে পারিনে, যার স্বামীর পয়সায় সংসার এখনও দাঁড়িয়ে আছে, তার কাছ থেকে গয়না নিয়ে বেশ্যার

পায়ে দেবার জন্য দিতে হবে? আমার পেটের মেয়ের গয়না থাক্‌লে আমি দিতে পারতুম কি না ব'লতে পারিনা কিন্তু ছোট বোয়ের গয়না—বাপ্‌রে আমি আর ব'ল্‌তে পারবো না!

অন্নদা—খুব তো লম্বা লম্বা বুলি শুনতে পাই। অমন ভাই, অমন বউ, কারুর হয়নি, কারুর হয়না, এ কথাতো যখন তখন শুনি, কিন্তু কাজের বেলায় দেখ্‌ছি সব ফাঁক।

সুশীলা—তুমি কি বলছো? তুমি কি আগেকার সেই মানুষ—যার নাম করলে এখনও গরীব দুঃখীর চক্ষে জল আসে? তুমি কি সেই—যাকে আদর্শ ক'রে বাপ্‌ মা ছেলেকে শিক্ষা দিত, তুমি কি সেই—যার উদার অকপট ব্যবহার সকলের নিকট প্রশংসনীয় ছিল, তুমি কি সেই—যে কখনও কাকেও হতাদর করেনি? আমার বোধ হয়,—বোধ হয় বলি কেন—নিশ্চয় তোমাতে আর তুমি নেই, কেমন যেন হ'য়ে গেছ!

অন্নদা—বাঃ বাঃ, বেশ গাইছো, বেশ গাইছো, পেলা দেবার কিছু নেই, কিন্তু আমার গয়না চাইই!

সুশীলা—আমি আর তোমাকে কি ব'লবো! যা বলবার তা ব'লেছি। কিন্তু একবার দেবেনের কথাটা ভাব দেখি? যাকে দেখ্‌লে সংসারের সকল গ্লানি মুছে যায়, যে সংসারের কোনও রকম কুটিলতা শেখেনি, যে "দাদা বৌদিদি" ব'ল্‌তে অজ্ঞান, যে উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রে এক পয়সা বাজে খরচ—বাজে খরচ বলি কেন—এক পয়সা মিষ্টি পর্য্যন্ত মুখে দেয় না! যার পরিবার সংসারের একটী মঙ্গল প্রতিমা, প্রত্যক্ষ দেবী বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না, যে তোমার ভ্রাতৃবধূ, মাতৃস্থানীয়া তা'র অঙ্গ থেকে গয়না নিয়ে তুমি একটা বারবিলাসিনী কুলটার

মনোরঞ্জন ক'র্‌বে? আমি আর তোমাকে কি ব'ল্‌বো? ভগবান্ তোমাকে সুমতি দিন!

অন্নদা—হাঁ, ছোট বৌমা ছেলেমানুষ, তাঁর সাজবার বয়স, একটু কষ্ট হ'তে পারে; দেবেনও কিছু ভাবতে পারে, তোমার সেই একটা ভয় বটে।

সুশীলা—ছিঃ, এত দিনেও তুমি তোমার ভাই ও ভ্রাতৃবধূকে চিন্‌লে না? কথায় বলে "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই," দেখেও আস্‌ছি তাই, কিন্তু দেবেন ও তা'র বৌকে দেখে আমার সে ধারণা একেবারে উল্টে গেছে। তোমায় ব'ল্‌বো কি, তা'দের ব্যবহার দেখ্‌লে আমার নিজের উপর নিজেরই ধিক্কার আসে! আমি তো তোমার স্ত্রী, বল্‌লে মহাপাতক হয়, কিন্তু না বল্‌লেও নিজেকে ভগবানের কাছে দোষী করা হয়, দেবেন ও সরলা তোমার জন্য যত ভাবে, আমি বোধ হয় তত ভাবিনে! রাত্রিকালে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি না বাড়ী ফিরে এসো, ততক্ষণ ওরা দু'জনে আমার কাছে বোসে কত গল্প করে। কেউ আমার পা টেপে, কেউ মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। আমায় সংসারের কোনও কাজই কর্ত্তে হয় না, সকল কাজ স্নেহের পুতুল ঐ ছোট বৌটী করে; আমি কোন কাজ কর্ত্তে গেলে অমনি এসে কান্না যুড়ে দেয়। আমি আর কি করি, ব'সে ব'সে তা'র কাজ দেখি, ব্যবস্থা শেখাই, আর নির্জ্জন পেলে ভগবানের কাছে কত যে তাদের জন্য কাঁদি, প্রার্থনা করি, তা' আর কাকে বল্‌বো! দেবেন তো সকালে উঠে বাজারে যাবে তুমি যা' খেতে ভালবাস তা' আনবেই আনবে। খেতে বসবার আগে তোমার জন্য সে সকল জিনিষ আলাদা ক'রে রেখে দিয়ে, নিজে তাড়াতাড়ি দু'টো মুখে গুঁজে আপিসে যাবে। বাছা যখন আপিস থেকে ফিরে আসে, তা'র মুখ দেখ্‌লে প্রাণটা ফেটে যায়।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমে বাছা একেবারে ক্লান্ত হ'য়ে এসে পড়ে। আপিসে খাবার জন্য কত অনুরোধ করেছি কিন্তু কিছুতেই খাওয়াতে পারিনি। নানান ওজর আপত্তি ক'রে কাটিয়ে দিয়েছে। বলে দাদা বাবার ভাল অবস্থার সময় জন্মেছেন ও সুখে লালিত পালিত হ'য়েছেন। দাদা টাকা থাক্‌তে কখনও কাকে কষ্ট দেননি, নেশায় প'ড়ে সব উড়িয়েছেন। দাদাতে আর বাবাতে তফাত কি বৌদিদি? মাতে তোমাতে কোনও তফাত দেখিনা তো? আমাদের ভাত কাপড় ছাড়া অন্য খরচ নেই কিন্তু দাদার অন্য খরচ আছে। বড় আপশোস ৯০ (নব্বই) টাকা মাইনে পাই, দাদার কিছু কর্ত্তে পার্‌লুম না।

অন্নদা—(বিছানা হইতে ঈষৎ উঠিয়া) এ্যা, কি ব'ল্‌ছো? সত্যি নাকি? আমার দুঃখ বোঝবার লোক আছে! এই মাতালকে—এখনও ভক্তি করবার মানুষ আছে?

সুশীলা—এই দু'টো কথা শুনেই তুমি অমন ক'চ্চো! তোমায় বল্‌বো না ভেবেছিলুম কিন্তু আর লুকুতে পার্‌লুম না। প্রাণটা কেঁদে উঠ্‌ছে। ওঃ আর সহ্য কর্ত্তে পারছিনে, বুক যেন ফেটে যাচ্চে!

অন্নদা—সুশীলা, তুমি ওকি ব'ল্‌চো?

সুশীলা—কি বলচি,—শুন্‌বে? তবে শোন। বাবা মরে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে রেস খেলা সুরু ক'র্‌লে। তা'রপর মদ মেয়ে মানুষ জুটলো। ২।১ বৎসরে যথা সর্ব্বস্ব উড়িয়ে দিলে। দেবেনের বিয়েতে নগদ ২০০০ (দু'হাজার) টাকা ও ৩০০০ (তিন হাজার) টাকার গয়নাও পেলে। তা'র বিয়ে দিলে শুধু পয়সার অভাবে। পয়সার অভাবেই তার এম. এ. পড়া বন্ধ হলো। তা'রপর সে বাধ্য হয়ে চাকুরি আরম্ভ করলে। তারপর—

তা'রপর—ওঃ সে কথা স্মরণ ক'ল্লে গায়ে কাঁটা দেয়! না, আর আমি কিছু ব'ল্‌তে পারবো না।

অন্নদা—বল বল, সুশীলা! চুপ ক'রে থেক'না—

সুশীলা—শনিবার শনিবার আমি যে তোমাকে দু' একশ' ক'রে টাকা দিয়েছি, কোত্থেকে জান? তা' ছাড়া একশ' দেড়শ'—যখন যা চেয়েছ তখনই তা' পেয়েছ; কোত্থেকে এ সব টাকা এসেছে—ব'ল্‌তে পার?

অন্নদা—সে কথা তো একবারও ভেবে দেখিনি সুশীলা! অত টাকা তুমি কোত্থেকে দিতে? দেবেন তো আর ৯০ (নব্বই) টাকার বেশী মাইনে পায় না! বল সে টাকা কার?

সুশীলা—সে যে' সে টাকা নয়! সে যে' সে' টাকা নয়। সতীসাধ্বী হিন্দু-নারীর আদরের অঙ্গের অলঙ্কার বিক্রয়ের অর্থ। অর্থ নয়, অর্থ নয়, গাঢ় তপ্ত রক্ত। যদি বল তোমার সুখের জন্য ছোট বৌয়ের গয়না ছলে বলে কৌশলে নিয়েছি, আমি জগদীশ্বরের নামে শপথ ক'রে ব'লছি তোমার পায়ে হাত দিয়ে ব'লছি, আমি তা'র কাছে গয়না চাইনি বা চায়বার ইচ্ছা মুখে প্রকাশ করিনি, সে আপনা থেকে দিয়েছে!

অন্নদা—ওহো! এতদূর হয়েছে? এতদূর এগিয়েছি? রেস খেলাটা এর মূল নয় কি? সুশীলা!—শুন্‌তে বড় কষ্ট হ'চ্ছে। আর ব'লে কাজ নেই!

সুশীলা—এইটুকু শুনে নিরস্ত হবে? কষ্ট হচ্ছে? হবার কথা বটে। আমি কি ক'রেছি জান? শুনবে? নাঃ! বোধ হয় তুমি শুন্‌তে পারবে না।

অন্নদা—না বল, ব'লে ফেল।

সুশীলা—তুমি প্রথম যে দিন আমার কাছে টাকা চাইলে, আমি একেবারে আকাশ থেকে প'ড়লুম। এক পয়সার সংস্থান নেই একবারে দু' দু'শো টাকা পাবো কোত্থেকে? আমাকে একটু বিমর্ষ দেখে তোমার ভাই আর তা'র বউ একেবারে অস্থির। আমি কিছুতেই ব'লবো না, তারাও নাছোড়বান্দা। শেষে এমন কাতর ভাব প্রকাশ ক'ল্লে যে আমাকেও কাতর ক'ল্লে, আমি আর না ব'লে থাকতে পারলুম না।

অন্নদা—তা'রপর, তা'রপর!

সুশীলা—তারপর গয়না বেচা আরম্ভ হ'ল! তোমায় ব'লবো কি, ব'লতে জিব আটকে যায়, কণ্ঠ শুষ্ক হয়, প্রত্যেক লোম খাড়া হ'য়ে ওঠে। হাসিমুখে তোমার বৌমা গয়না খুলে দিয়েছেন ও দেবেন হাসতে হাসতে গয়না বেচে এনে আমায় টাকা দিয়েছে। আমি সে সব টাকা তোমায় দিয়েছি আর তুমি সেই টাকা নিয়ে নষ্ট করেছো। আচ্ছা আমায় বলতে পার, এমন স্বার্থত্যাগ কেউ কখনও করেছে, না কর্ত্তে পারে? মাও ছেলেকে এমন ভাবে ভালবাসতে পারে না! বাছার আমার গয়না সব শেষ হ'য়ে গেছে, এখন রুলি মাত্র সার! কিন্তু আশ্চর্য্য—এক মুহূর্ত্তের জন্য তাকে বা দেবেনকে কখনও নিরানন্দ দেখিনি। তা'রা বলে "সময় হ'লে সব শুধরে যাবে।" আমার ধ্রুববিশ্বাস—তাদের কথা কখনও মিথ্যে হবে না। তোমার পায়ে ধ'রে মিনতি ক'রছি, তুমি শোধরাও, তোমার মত ভাগ্যবান লোক জগতে খুব কম আছে জানবে! তোমার বৌমা সাক্ষাৎ দেবী আর তোমার ভাই নররূপে দেবতা। নিশ্চয় জেনো তা'দের পুণ্যবলে তুমি যা ছিলে আবার তাই হবে।

অন্নদা—ওঃ এ সব কথাতো শুনিনি, তুমি তো কিছু বলনি?

সুশীলা—কাকে বলি, কে শোনে। এই আজ বছরখানেক বাদে তোমাকে একটু ভাল অবস্থায় পেয়েছি। তোমাকে না বলবার দিব্যি ছিল, কিন্তু বাধ্য হয়ে সে দিব্যি আজ লঙ্ঘন করলুম।

অন্নদা—সুশীলা, সুশীলা, তুমি কি সত্যি সব বলছো? বল, ভেঙ্গে বল, আমি তো কিছুই ঠিক বুঝতে পারছি নে। যদি তোমার কথা সত্যি হয়, তা'হলে আজ থেকে—নাঃ আজ —কেন এই মূহূর্ত্ত থেকে সব ত্যাগ। এখন বুঝলুম এই রেসই হলো আমার কাল।

সুশীলা—আমি যা' ব'লেছি সব সত্যি। এক বর্ণও মিথ্যা বলি না।

অন্নদা—সুশীলা, সুশীলা তুমি একবার দেবেন ও বৌমাকে ডেকে আন! শীগ্‌গির ডাক শীগ্‌গির ডাক, আমি আর স্থির থাক্‌তে পারছি নে। আমার অন্তরে যে কি হ'চ্ছে, তা' আমি ব'লতে পারছি নে।

সুশীলা—আচ্ছা আমি এখনই ডেকে দিচ্ছি, তুমি একটু স্থির হও।

অন্নদা—না, না, ডেকে কাজ নেই, চল আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গোলদীঘির মোড়

জনৈক বৃদ্ধ ও একজন পাড়াগেঁয়ে ট্রামওয়ের [Tramway] জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল।

বৃদ্ধ—আপনি, কোথা যাবেন ?

পাড়া—আজ্ঞে খিদিরপুরের দিকে, রেসগ্রাউণ্ড (Race Ground) দেখ্‌তে যাব।

বৃদ্ধ—ও বাবা, খিদিরপুর !

পাড়া—কেন মশায়, আঁৎকে উঠ্‌লেন যে ?

বৃদ্ধ—ওরে বাপ্‌ ! সাধ ক'রে আর আঁৎকে উঠেছি ! খেলা সুরু ক'রেছ নাকি ?

পাড়া—আজ্ঞে না। রেস (Race) খেলার কথা কারুর কারুর কাছে শুনিছি, একদিন গিয়ে সব দেখে শুনেও এসেছি। বেশ ভাল লেগেছে ; খেলা জিনিষটা যদি জানা থাকে, বুঝিয়ে দিন না।

বৃদ্ধ—তবু ভাল, আশা আছে ! তা' বাপু ! খেলা এক কথায় তো বলা যায় না। ও এক রকম ১০০০ ফুট পাহাড়ের মাথা থেকে ঝাঁপ খাওয়া গোছ বাজি আর কি ? প্রায় পতনের সঙ্গেই খতম ! তা' আর তোমার বেশী শুনে কাজ নেই। ওহে, ঐতে এ বুড়ো হাড় দগ্ধ হ'য়ে আছে।

পাড়া—মশাই রেসের উপর ভারি চটা দেখ্‌ছি, কিন্তু আপনার কাছ থেকে রেস সম্বন্ধে গুটিকতক কথা জান্‌তে ইচ্ছা করি। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তা'হলে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি? হাঁ, মশাই যাবেন কোথা?

বৃদ্ধ—মনে ক'রেছিলুম ধর্ম্মতলার দিকে যাব; কিন্তু তুমি যে নাম আমাকে শুনিয়েছ, ওতে আর ওমুখো হবার যো নেই। এই ধর্ম্মতলার দিকে পিছন ফিরে উত্তরবাহিনী হলুম আর কি!

পাড়া—কি মুস্কিল! মশাই! একটু দাঁড়ান না। আমার গোটাকতক কথার উত্তর দিয়ে যান।

বৃদ্ধ—যে সাবজেক্ট [Subject] ধরেছ তা কীর্ত্তন ক'ল্লেও অগাধ পুণ্যি। ঐ নাম শুনিয়ে শুনিয়ে এত বয়স হয়েছে। আর বড় ইচ্ছে নেই, তবে তুমি নূতন আমদানী, চট পট সেরে নাও, চট্‌পট সেরে নাও।

পাড়া—ঘোড়াগুলি তো দেখ্‌লুম বেশ! ওরা থাকে কোথায়?

বৃদ্ধ—শুধু বেশ, অতি বেশ! দণ্ডী-পর্ব্বের অশ্ব—থাকেন স্বর্গে, তবে মর্ত্ত্যে এসে ডানা কাটা গেছে; উড়তে পারে না। আর গুণে ওরা সুলভে স্বর্গে যাবার বাহন, তাতে আর সন্দেহ নাস্তি!

পাড়া—আপনি হাসালেন দেখ্‌ছি! স্বর্গের ঘোড়া কেন ব'লছেন মশাই?

বৃদ্ধ—সাধে কি বলছি? অনেক দেখে শুনে তবে না জ্ঞান হ'য়েছে! ওরে বাপ্! এ ঘোড়া—তত্ত্ব অথর্ব্ববেদে আছে। তুমি বুঝি এ সব জান না? তবে গল্পটা শোন:—একদিন কলি আছাড় খেয়ে গিয়ে শয়তানের কাছে প'ড়েলো, বল্লে "মহারাজ! রাজ্য

শাসন আমি আর ক'র্ত্তে পারছিনে। মদ মেয়েমানুষ তো লাগিয়েই রেখেছি কিন্তু তারাও পেরে উঠ্‌ছে না। এখন মানুষের সুখ অনেক। অকাল মৃত্যু নেই, যার এক ছেলে সেও মরে না। অনেক লোক টাকার আণ্ডিল হ'য়ে বসে আছে, বাজে খরচ ক'র্‌ছে না। দু'বেলা পেট পুরে খায়, এখনও অনেকের ধর্ম্ম কর্ম্মে মন আছে দেখ্‌তে পাই, তবে একটা দেখ্‌ছি মহারাজ—সকলেই সুলভে অনেক টাকা পাবার লোভে ঘোরে। এই ছিদ্র ধ'রে যাতে চট্‌ পট্‌ মানুষকে ঘাল কর্ত্তে পারি এমন একটা মৎলব আমায় বাৎলে দিন।" তাই শুনে শয়তান ব'ল্লে "এক কাজ কর। ইন্দ্রের ঘোড়াশালায় গিয়ে রাতারাতি কতকগুলো ভাল ঘোড়া চুরি করে নিয়ে এসো। পৃথিবীতে যাবার আগে বিশ্বকর্ম্মার কাছ থেকে ডানাগুলো কাটিয়ে নিয়ে যেয়ো। এরাই তোমার পথ সাফ ক'রে দেবে এখন।" এই ঘোরদৌড়ের ঘোড়াগুলি এদের বংশধর—কলির ত্র্যহস্পর্শ।

পাড়া—মশাই কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা ক'চ্ছেন?

বৃদ্ধ—তোমার সঙ্গে তো তেমন সম্পর্ক নেই—ধ'ন!

পাড়া—আচ্ছা, ও ঘোড়াগুলো কি খুব দামী?

বৃদ্ধ—তায় আর সন্দেহ, জাতিভেদে কোহিনুর, কোহিনুর। সোজা কথায়---এক রাজ্য, এক রাজকন্যা।

পাড়া—সব ঘোড়'ই?

বৃদ্ধ—না।

পাড়া—তবে?

বৃদ্ধ—জাতিভেদে?

পাড়া—কি রকম ?

বৃদ্ধ—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, হাড়ি, বাগ্‌দি, ডোম !

পাড়া—মশাই কেবল ঠাট্টাই ক'রছেন। ঘোড়ার আবার জাতি ভেদ ?

বৃদ্ধ—জাতিভেদ নেই ? যারা স্বকৃতভঙ্গ তাদের দাম তো ব'লেছি। যারা তা নয় তারাও বড় কম যায় না ? এক রাজ্য এক রাজকন্যা না হোক, অর্দ্ধেক তো বটে।

পাড়া—বামুন শূদ্দুর কি করে চেনা যায় ?

বৃদ্ধ—কুলুজি দেখে !

পাড়া—ঘোড়ার আবার কুলুজী কি ?

বৃদ্ধ—বটে ? তোমার ক'পুরুষের কুলুজি আছে বল তো ?

পাড়া—কত আর ? ৫।৭ পুরুষের।

বৃদ্ধ—সকলেরই তাই, কিন্তু ওদের খাস কুলিনের ৫০।৫২ পুরুষের পাবে।

পাড়া—তা হ'লে ওরা খুব যত্নে থাকে বলুন।

বৃদ্ধ—হাঃ হাঃ হাঃ, যত্ন ? যে সে যত্ন নয় হে—রাজা রাজড়ার যত্ন, বাদশাহী নবাবী আমিরী যত্ন, বুঝ্‌লে ?

পাড়া—ঘোঁড়া তা'হলে খুব বড় লোকেই রাখেন ?

বৃদ্ধ—নিশ্চয়ই।

পাড়া—খুব ভাল বাসেন ?

বৃদ্ধ—প্রাণের চেয়ে—বুকের ক'লজের চেয়ে !

পাড়া—যাঁরা রাখেন তাঁদের খুব উপকার করে ?

বৃদ্ধ—খুব খুব, সিন্নিও খায়, ভরাও ডুবোর।

পাড়া— সে কি রকম ?

বৃদ্ধ—সে অনেক কথা। এখন বুঝ্‌তে পার্‌বে না।

পাড়া—জকিরা (Jockey) বোধ হয় খুব বড় লোক ?

বৃদ্ধ—ধনকুবের, ধনকুবের। আয় কত! খায় কে? কেবল জমা! কেবল জমা!

পাড়া—এনক্লোজারস্ (Enclosures) গুলি তো বেশ ?

বৃদ্ধ—একেবারে গোলোকধাঁধার ঘুর্ণিপাক!

পাড়া কেন ?

বৃদ্ধ—আর কেন, কেবল হাবুডুবু খাও, কেবল হাবুডুবু খাও। বেরুতে চেষ্টা ক'ল্লেও সহসা বেরুতে পারা যায় না।

পাড়া—টিকিট ঘর গুলি ছোট কেন ?

বৃদ্ধ—তাই রক্ষে, না হলে কি আর উপায় ছিল ?

পাড়া—কেন ?

বৃদ্ধ—ওরই টাকা জোগাড় হয় না!

পাড়া—ঘোড়দৌড়ের দিন বুঝি খোলে ?

বৃদ্ধ—হাঁ।

পাড়া—অন্য সময় খোলে না কেন ?

বৃদ্ধ—আহার দেবে কে ?

পাড়া—আহার ?

বৃদ্ধ—হাঁ হাঁ, আহার—আহার, ও পোড়া অজাগরের পেট কি কখনও ভরে? কেবল দিয়ে যাও, দিয়েই যাও—বুঝতে পারবে না কোথায় যাচ্ছে। যত বন্ধ থাকে, ততই ভাল।

পাড়া—কেন ?

বৃদ্ধ—তা না হ'লে কি আর রক্ষা থাক্‌বে? একেবারে পৃথিবী গ্রাস ক'রবে।

পাড়া—মশাই কেবল ঠাট্টাই ক'রছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে।

বৃদ্ধ—ঠাট্টা নয় হে—আমি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করছি। চট্‌পট্ সেরে নাও, চট্‌পট্ সেরে নাও। আর কি জানবার আছে? আমি আর বেশীক্ষণ থাক্‌তে পারবো না।

পাড়া—মন্দিরের মত ওগুলি কি?

বৃদ্ধ—সমাধি মন্দির। ঘোড়দৌড় যাওয়া বন্ধ ক'র্ত্তে না পারলে ওই মন্দিরের নিচে তলিয়ে যেতে হয়। কত লোক যে ওর তলায় আছে তার সংখ্যা নেই।

পাড়া—পতাকাগুলি কি?

বৃদ্ধ—বিজয় পতাকা! যুদ্ধে জয়ী হ'লে জয়ী পক্ষেরা যেমন পতাকা তোলে।

পাড়া—কার সঙ্গে যুদ্ধ?

বৃদ্ধ—খেলোয়াড়দের! আগে পরাভব স্বীকার, তারপর যুদ্ধ। কিন্তু তা'তেও নিষ্কৃতি নেই?

পাড়া—কেন?

বৃদ্ধ—বেশী চালাকি ক'ল্লে একেবারে দমবন্ধ।

পাড়া—আচ্ছা ও পতকাগুলি লাল কেন?

বৃদ্ধ—মা কালী কি কালো?

পাড়া—মা কালীর সঙ্গে কি সম্বন্ধ?

বৃদ্ধ—ওহো ভুল হ'য়েছে, ভুল হ'য়েছে! তুমি তো দীক্ষিত নও।

পাড়া—দীক্ষার সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ?

বৃদ্ধ—দীক্ষায় ইষ্টদেব দর্শন হয়। এও তাই! তোমার দীক্ষা হয়নি ইষ্টদেব দর্শন ক'রবে কেমন করে?

পাড়া—তবে কি ওগুলি চেতন পদার্থ?

বৃদ্ধ—তারও উপর! পদার্থ তিন প্রকার, চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্; এর অতিরিক্ত যা' তা' অপদার্থ!

পাড়া—আপনি দেখ্‌তে পান, ভক্তি করেন?

বৃদ্ধ—খুব বেশী। শুধু মুখের সঙ্গে ভক্তি করি না; হাড়ে মাসে নাকে কাণে চোখে মুখে ভক্তি করি।

পাড়া—কি রকম ভক্তি?

বৃদ্ধ—আসল ভক্তি। গুরু যে কাঁচা খেকো দেবতা। সর্ব্বদা শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিরাজ ক'চ্ছেন। ট্রাম (Train) আস্‌ছে আমি চল্লুম—

পাড়া—দাঁড়ান না, দাঁড়ান না? আর দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

বৃদ্ধ—দু'ঘণ্টা বাদে এখানে আবার এসো। কিস্কিন্ধাকাণ্ড বর্ণনা ক'র্‌বো এখন—ইতি অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্নদার রন্ধন গৃহ।

সরলা রন্ধন কার্য্যে ব্যস্ত ও দেবেনের বাজার লইয়া প্রবেশ।

দেবেন—বৌদিদি কোথায় ?

সরলা—তিনি বড়ঠাকুরের সঙ্গে ও ঘরে কি বকাবকি ক'চ্ছেন।

দেবেন—কেন ?

সরলা তাতো বল্‌তে পারিনে। সকাল থেকেই দু'জনায় বেশ জোরে কথা কাটাকাটি চলেছে।

অন্নদা ও সুশীলার প্রবেশ।

সুশীলা—ছোট বৌ, এদিকে একবার আয়তো! তোর বড়ঠাকুর তোকে ডাক্‌ছেন ?

সরলা—সলজ্জভাবে (অর্দ্ধাবগুণ্ঠণমণ্ডিতা) হইয়া অগ্রসর।

অন্নদা—মা! তোমার গায়ের গয়না কোথায় ? চুপ ক'রে থেক্‌না, বল মা, আমায় বল, আমি তোমার ভাসুর—পিতৃস্থানীয়। লজ্জা কি ? সত্য প্রকাশ ক'ত্তে কুণ্ঠিত হয়ো না। আমার কথা রাখ।

সরলা—তুচ্ছ গয়নার জন্য আপনি এত ব্যস্ত হ'চ্চেন কেন ? সেতো সব বিক্রী হ'য়ে গেছে।

অন্নদা—বিক্রী কেন হলো মা?

সরলা—আপনার টাকার দরকার হ'য়েছিল, তাই বেচে ফেলা গেছে।

অন্নদা—ধিক্ আমাকে! মা! আমি যে তোমার সেই গয়না বেচা টাকা অসৎ কার্য্যে নষ্ট করেছি মা? তোমাকে ঘরে এনে পর্য্যন্ত কোন গয়না দিতে পারিনি। কখনও যে দিতে পার্‌বো—সে বিশ্বাসও নেই!

সরলা—ও কথা কেন বল্‌ছেন? আপনারা হ'চ্ছেন আমার দেবতা, আপনাদের হুকুম শোনা, আপনাদের আজ্ঞাপালন, আপনাদের সেবা করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। এর অপেক্ষা বড় কর্ত্তব্য আছে কিনা আমি তো জানিনা বাবা!

অন্নদা—মা, তুই কে মা? তুই কি আমার জগদ্ধাত্রীরূপিনী মা? তুই কি কৈলাস ছেড়ে নারীরূপে আমাদের ছল্‌তে এসেছিস্? এ শিক্ষা তো সহজ শিক্ষা নয় মা? এ যে অতি উচ্চ, অতি মহান্, অতি উদার শিক্ষা মা। বেশ শিক্ষা পেয়েছিস মা। হিন্দুর ঘরে হিন্দু ললনার যে আদর্শ হওয়া উচিত, তুমি তার জ্বলন্ত পরিচয়! ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যেন এ শিক্ষা প্রত্যেক হিন্দুনারী পায়! তোমার মত লক্ষ্মীই যেন হিন্দুর ঘর আলো করে। আজ থেকে আমার মোহ কেটে গেল। আমি এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি রেস খেলাই আমার সর্ব্বনাশের মূল। এই খেলা থেকে আমার অধঃপতন হ'য়েছে। এই খেলার জন্য আমার মার গয়না গিয়েছে। সতীসাধ্বীর অলঙ্কার! ওঃ ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়! কি কুকর্ম্মই করেছি! নরকেও বোধ হয় আমার স্থান হবেনা! কত শত সহস্র লোক এই খেলার জন্য সর্ব্বস্বান্ত

ও আত্মঘাতী হ'য়েছে হ'চ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। আমি ও একদিন আত্মঘাতী হ'তে গেছলুম, কিন্তু মা আমাকে রক্ষা ক'রেছেন। এ ভাবে শিক্ষা না পেলে আমি রক্ষা পেতুম না। যা হোক আজ থেকে আমার মহাপাতকের প্রায়শ্চিত আরম্ভ হ'লো। হাতে ধ'রে পারি, পায়ে ধ'রে পারি, যেমন ক'রে পারি লোক্‌কে রেস খেলা থেকে প্রতিনিবৃত্ত কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বো। যদি হাজারের ভিতর একজনকেও নিবৃত্ত কত্তে পারি তাহ'লেও বুঝবো আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে। যদি নাও পারি তাহ'লে মনে এই শান্তি থাক্‌বে যে জীবনে আমি এক মহাব্রতে ব্রতী হ'য়েছিলুম! ভাই দেবেন, তোমাকে আর কি ব'ল্‌বো, তোমার মহত্ত্বের —তোমার উচ্চ হৃদয়ের কথা—ভায়ের প্রতি তোমার গভীর ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা—আমার প্রকাশ কর্‌বার ভাষা নেই। তোমাদের উভয়ের সুকৃতিতে আজ আমি ধন্য। আজ নব জন্ম পেলুম। নূতন আলোকে বাতাসে আমার জীবন ভ'রে গেল। তোঁমরা নিশ্চিন্ত হও, আজ থেকে তোমার দাদা আর—অর্থলোভী জুয়াড়ী নয়! আজ থেকে সে—মোহমুক্ত—মৃত্যুঞ্জয়।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

পাগলীর গীত ।

সংসারটা এক রঙ্গ ভূমি
জীব আছে তায় শত শত
নানা ভাবে খেল্‌ছে তারা
সাজ প'রেছে মনের মত ।
কেউ বা পিতা, কেউ বা মাতা,
কেউ হ'য়েছে ভগ্নি ভ্রাতা
বাজীকরের ইন্দ্রজালে
দেখায় নূতন দৃশ্য কত !
শেষের আহ্বান আস্‌বে যবে,
এ অভিনয় ভাঙ্‌তে হবে,
আপনা ভুলে মনরে ! তবে—
মায়ায় কেন জড়াস্ অত ?
কেউ কারো নয়—সবই ফাঁকি,—
ঠুলি দিয়ে বাঁধা আঁখি
আপন পরে—চিন্‌তে নারিস্,—
ঘুরে মরিস্ অবিরত ।

পাগলী। কলকেতা সহরটা ঘুরে বেড়াচ্চি, যেখানে যাচ্চি সেখানেই দেখ্‌ছি দুঃখের হা হুতাশ। বাড়ীর লোকেদের মুখ দেখ্‌লে মনে হয় কি যেন একটা ভয়ানক ক্লেশ অন্তর দগ্ধ ক'রে মুখে স্বপ্রকাশ। দু'এক জায়গায় অন্দরে প্রবেশ ক'রে দেখি মেয়েদের অবস্থা আরও শোচনীয়। তাদের সে রূপ,সে লাবণ্য, সে জ্যোতিঃ আর নেই, মনে হয় হাসি খুসি আমোদ প্রমোদ তাদের অন্তর হ'তে চলে গেছে। যাদের বাড়ীতে গেলে স্বর্গ ব'লে মনে হ'তো, যাদের মুখে দেখ্‌লে অপার আনন্দ অনুভব কর্‌তুম আজ দেখ্‌লুম সে বাড়ী আর সে বাড়ী নেই, যেন—আঁধার ঘেরা—দেবতা শূন্য—ভাঙা মন্দির।

অন্নদার প্রবেশ।

অন্নদা। কে মা তুই? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একলাটি কি ভাব্‌ছিস্‌, মা?

পাগলী। কি আর ভাব্‌বো বাবা—ভাব্‌ছি এই, হিন্দুদের এত অবনতি হ'লো কিসে? দ্রব্যসামগ্রী তো মহার্ঘ্য হ'য়েছে কিন্তু রোজগারও তো তেম্‌নি বেড়েছে, তবে বাহিরে অন্দরে এত নিরানন্দ কেন? যে জাতি সদা প্রফুল্লচিত্ত, অতিথিপরায়ণ, যে জাতির গৃহে সদা ধর্ম্ম আলোচনা হ'ত, যে জাতির ধর্ম্মই একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য, সে জাতি আজ কেন এত অবসাদে অবসন্ন—নিরাশায় নিমগ্ন?

অন্নদা। তা বুঝি জানিস্‌নে বেটী? তবে বলি শোন। ঘোড় দৌড় খেলার নাম শুনেছিস তো? সেই খেলাই এর প্রধান কারণ। আমারও অনেক টাকাকড়ি ছিল কিন্তু ঐ খেলা খেল্‌তে গিয়ে সব গেছে। আমি

উৎসন্নে যেতে ব'সেছিলুম, আত্মহত্যা করতে চেষ্টা ক'রেছিলুম, কিন্তু কোন এক দেবী আমাকে রক্ষা ক'রেছেন।

পাগলী। বল কি? বল কি? খেলাতে আত্মহত্যা? সে কি রকম?

অন্নদা। অবাক্ হ'স্‌নে মা! এ খেলা বড় মজার খেলা। এ খেলা যে খেলেছে সে একেবারে মজেছে। জানিস তো টাকাতেই জগৎ চল্‌ছে। টাকা যেখানে, মানুষ ছুটেছে সেখানে। যদি না খেটে খুটে হঠাৎ অনেক টাকা পাওয়া যায় তাহ'লে সে টাকা পেতে কে না চায় বল তো মা? এ খেলা এমন মজার খেলা যে বিনা চেষ্টায়, অল্প আয়াসে টাকা পাওয়া যায়। তবে খেলায় হারই বেশী, জিত নেই বল্লেই চলে।

পাগলী। তবে সে খেলা খেল্‌বার কি দরকার?

অন্নদা। তুই কিছুই জানিস্‌নে, বুঝিয়ে দিই শোন। এ বাজীর খেলা। হয়তো কেউ একজন ১০৲ টাকায় ১০০০৲ টাকা পেয়েছে। ১০৲ টাকায় ১০০০৲ টাকা বড় সোজা প্রলোভন কি? অপরে যারা যায় তারাও ঐ ভাবে যাতে অনেক টাকা পাওয়া যায় সে চেষ্টা করে। ক্রমে জেদ বেড়ে যায়। প্রথমে নিজের টাকা, পরে পৈতৃক সম্পত্তি, পরে পরিবারের গয়না, শেষে বাস্তুভিটা, ক্রমে ক্রমে নেশার ঝোঁকে সব্ যায়। অবশেষে চোর, জোচ্চোর হ'য়ে জেলে পর্য্যন্তও যায়। আবার কেউ কেউ কষ্ট সহ্য কর্ত্তে না পেরে আত্মহত্যাও করে। এখন বুঝ্‌লি বেটী, এ খেলা যে খেলে, সে কি কেবল নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করে,—না আপনার ব'ল্‌তে যারা, তা'দের একেবারে পথে বসিয়ে যায়?

পাগলী—কেন, যারা খেলে তারা তো বোকা নয়, তারা তো সব বোঝে, তবে জেনে শুনে কেন এমন কাজ করে ?

অন্নদা—হায় মা, জেনে শুনে আমরা কোন্ অন্যায় কাজটা না করি ? যে মদ খায়, সে কি জানে না মদ খাওয়ার দোষ কি ? যে চোর, সেও জানে চুরি করা খুব গর্হিত কাজ। যে যে কাজই করুক না কেন, সে তা' জেনেই করে।

পাগলী—হাঁ বাবা, তা বটে।

অন্নদা—তোকে দেখেতো সামান্য পাগলী বলে মনে হয় না মা। মনে হয় তুই কোনও মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্চিস্। কিন্তু যত বড় উদ্দেশ্য নিয়েই ঘুরে বেড়ানা কেন লোককে পতনাবস্থা থেকে উদ্ধার করা, আত্মহননেচ্ছুকে আত্মহত্যা হ'তে রক্ষা করা; পতিব্রতার সিঁতের সিঁদুর বজায় রাখা, সোনার সংসারকে ফলে ফুলে সাজিয়ে রাখা, এর চেয়ে কর্ত্তব্য বোধ হয় আর নেই মা! যদি বলিস্ ভগবানে মন প্রাণ সমর্পণ ক'রে তাঁকে ডাকার চেয়ে আর কি মহৎ উদ্দেশ্য থাক্‌তে পারে ? আমি বলি সে উদ্দেশ্যের চেয়েও এ উদ্দেশ্য অনেক মহৎ ; কারণ সে উদ্দেশ্যে নিজের স্বার্থ সাধন, আর এ উদ্দেশ্যে জনসাধারণের মঙ্গল। আয়, মায় পোয় মিলে প্রাণ ঢেলে কাজ করি আয়, ফল ভগবান নিশ্চয় দিবেন।

পাগলী—আমরা লোকের কি উপকার কর্ত্তে পারিরে বেটা ?

অন্নদা—কে ব'ল্লে পারিনে মা! যদি বলিস জগদীশ্বরের মনে যা' আছে তাই হবে, কেউ রোধ কর্ত্তে পারবে না ; আমি বলি, কে বলে আমরা যা' কর্ত্তে যাচ্চি সেইটেই ভগবানের ইচ্ছা নয় ? তাঁর ইচ্ছা কখনও অপূর্ণ থাকে না, তবে সে ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করেন আমাদেরই দ্বারায়। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবেই হবে, সৎকার্য্যে তিনি চিরকাল সাহায্য করেন।

পাগলী—তা আমিও শুনেছি বাবা, যে তিনি দীনের বন্ধু, সত্যের সহায়।

অন্নদা—মা, তিনি দয়াময়। দেখি যদি কৃপা ক'রে আমায় ব'লে দেন নিজের কল্যাণ ও অপরের হিত করতে। হাঁ মা, তুই গানটান কিছু জানিস না? জানিস তো একটা শোনা না?

পাগলী—আচ্ছা।

পাগলীর গীত।

হরি! কেমনে বুঝিব তোমাকে।
ধরা দিয়ে দাওনা ধরা,
বেড়াও কেবল ফাঁকে ফাঁকে॥
ধরি ধরি করি ধরিতে পারি না
ছুটি দিবারাতি পথেতে অজানা
জীবন-বল্লভ! নিরাশ ক'রোনা
বাজিতেছে বড় বুকে॥
তুমি ছাড়া আর সাথী নাই কেহ,
নিরাশ্রয় জেনে কে করিবে স্নেহ,
ভস্ম হ'য়ে যাবে [illegible]নের দেহ
নিমিষে আঁখির পলকে॥
সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে এসেছি হেথায়
নিরিবিলি ব'সে ডাকিতে তোমায়
(যদি) নূতন এ খেলা, খেলালে আমায়
সাড়া দিও মোর ডাকে॥

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

গোল দিঘীর মোড়।

বৃদ্ধ ও পাড়াগেঁয়ে।

পাড়া—আবার এসেছি। মশায়ের জন্য অনেকক্ষণ ধ'রে অপেক্ষাও কর্‌ছি ; কেন জানেন ? আপনার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ভাল রকম তলিয়ে বুঝ্‌তে পারিনি।

বৃদ্ধ—বুঝে দরকার নেই যাদু! তবে যদি একান্তই বুঝতে চাও, তা হ'লে একদিন বেশ নিরিবিলিতে বুঝিয়ে দোবো। আজ একতরফা ব্যাখ্যা শোন, পরে আসল ব্যাখ্যা শুনবে। এখন কি জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে চাও ?

পাড়া—লোকে এ খেলা খেলে কেন ?

বৃদ্ধ—মুক্তি পাবে ব'লে ! শুধু মুক্তি নয়—বদ্ধজীবের—জীবন্মুক্তি !

সুরে,—অসার খলু সংসারে
ঘোড়দৌড় খেলা সাররে,
আর যত কিছু আছে
সকলি অসার রে।

পাড়া—তবে এ খুব ভাল খেলা তো ?

বৃদ্ধ—তা আর বোল্‌তে, এ খেলা খেল্‌লে বেশী দিন আর ভব যন্ত্রণা ভোগ কর্ত্তে হয় না।

পাড়া—কেন ?

বৃদ্ধ—আর কেন। খেলার মাহাত্ম্য!

পাড়া—ঠিক বুঝ্‌তে পারলুম না।

বৃদ্ধ—সুকৃতি নেই, বুঝ্‌বে কেমন ক'রে?

পাড়া—বাড়ীগুলি তো বেশ বড়?

বৃদ্ধ—হবে না কেন, অনেক টাকা যে খরচ হ'য়েছে।

পাড়া—কারা ক'রেছে?

বৃদ্ধ—আমরা,—আর আর ভক্তেরা!

পাড়া—আপনার কত অংশ?

বৃদ্ধ—এক পাইও নয়।

পড়া—সে কি?

বৃদ্ধ—বড় লোক, দরাজ প্রাণ—নিঃস্বার্থে দান ক'রেছি।

পাড়া—আর সকলে?

বৃদ্ধ—তারাও আমার মত নিঃস্বার্থ?

পাড়া—ঘোড়া ছাড়বার আগে কিড়িং কিড়িং ক'রে কি বাজে?

বৃদ্ধ—আরতির ঘণ্টা, বলে ভক্তগণ, উঠ, উঠ, প্রস্তুত হও, বলির সময় আগত প্রায়।

পাড়া—এও বুঝতে পারলুম না।

বৃদ্ধ—বলেছি তো এ মন্ত্রে দীক্ষা না হ'লে বুঝ্‌তে পার্‌বে না। জিজ্ঞাসা কর, জিজ্ঞাসা কর, ফিলিংস্ (feelings) এসেছে, ভাব নষ্ট ক'রোনা—

পাড়া—তা'রপর ঘোড়া ছাড়লেই ঢং ক'রে একটা আওয়াজ হয়, ওর মানে কি?

বৃদ্ধ—ওর মানে—বলে ভক্তগণ! যুপকাষ্ঠে মাথা গলাও, শীঘ্রই

তোমাদের ভববন্ধন মোচন হবে। মাধাইরে! কি মধুর নাম কাণে শুনালিরে, বল্ বল্ আবার বল্।

পাড়া—ভাল কথা, একটা পোষ্টের (post) উপর একটা গোল মত চাকা তার মাঝখানটা কাল, ওটা কি?

বৃদ্ধ—ঐ টাই আসল জায়গা—সোনার কাটি রূপার কাটি। শরীরের মধ্যে যেমন প্রাণ, ঐটাও তাই। ঘোড়া ঐখানে এলে, কে বাঁচ্‌বে, কে মরবে, জান্‌তে পারা যায়।

পাড়া—ঘোড়া দৌড়ুলে লোকে চেঁচায় কেন?

বৃদ্ধ—বাতিক, বাতিক, বিকারের ঘোর! প্রাণের দায়ে চেঁচায়।

পাড়া—ঘোড়দৌড় ব্যাপারের মালিক কে?

বৃদ্ধ—কলি! আমাদের সেই অথর্ব্ববেদতত্ত্ব তো তোমায় ব'লেছি।

পাড়া—যাঁরা খেলেন, তাঁরা তা'হলে কলির অধীন?

বৃদ্ধ—নিশ্চয়—শুধু অধীন নন—ভক্ত প্রজা!

পাড়া—আচ্ছা বলুন তো, এসব কাণ্ডের আয় কত?

বৃদ্ধ—নেহাৎ ছোট খাট আয় নয়, নামতায় পাওয়া যায় না।

পাড়া—প্রজাদের স্বভাব কেমন ?

বৃদ্ধ—নিরীহ, গোবেচারা।

পাড়া—সব জাত কি এখানে খেল্‌তে পায়? কোনও বাঁধাবাঁধি নেই?

বৃদ্ধ—না গো না, এ মহামানবের মিলনক্ষেত্র,—শ্রীক্ষেত্র! দর্শনীদিলেই একেবারে শ্রীমন্দিরের মাঝখানে। সুরে,—

জাতিভেদ হেথা নাইরে কোন কালে
খৃষ্টান মুসলমান ব্রাহ্মণ চণ্ডালে।

পাড়া—(হাসিয়া) ও স্থান তা'হলে দেখ্‌ছি শ্মশানের চেয়েও শান্তিময় ?

বৃদ্ধ—নিশ্চয়ই, শ্মশানে শুধু হিন্দুদের দাহ হয় আর ওখানে সব জাতের স জ্ঞানে মুক্তি লাভ হয়।

পাড়া—ও স্থানের মাটি তা'হলে শ্মশানের চেয়ে পবিত্র ?

বৃদ্ধ—তা' আর ব'ল্‌তে! (সুর করিয়া)

কে বলে কদর্য্য শ্মশান
পরম পবিত্র পরম যোগের স্থান।

পাড়া—ডিভিডেণ্ড (Dividend) কাকে বলে ?

বৃদ্ধ—গচ্ছিৎ টাকার সুদ।

পাড়া—সে কি রকম ?

বৃদ্ধ—বাৎসরিক ১০০০ টাকার এক পাই হিসাবে সুদ।

পাড়া—মশাই, সমস্যা বড়ই জটিল ক'রে তুল্‌লেন। আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

বৃদ্ধ—হাঃ হাঃ হাঃ—আমায় বুড়ো দেখ্‌ছো—কিন্তু আমি স্বর্গ নরক তুইয়েরই বার।

পাড়া—কেন মশাই ?

বৃদ্ধ—তবে শোন। একদিন রাত্রিতে [illegible] খেলু[illegible] [illegible] ক'রে গেছি। প্রথমে দেখলুম্ যমদূত উঁকি মার্‌ছেন। তারপর দেখি বিষ্ণুদূত এলেন। যদি বল তাঁদের চিনলুম কি করে? তু'জনের গায়ে রবার ষ্টাম্প মারা। তারপর তুজনায় আমাকে নিয়ে ঝগড়া। যমদূত বলে "একে নরকে নিয়ে গেলে এ নরক গুলজার কর্‌বে।" আর বিষ্ণু দূত বলে "একে স্বর্গে নিয়ে গেলে ফুস্‌লে ফাস্‌লে দেবতাদের রেস খেলা সুরু করিয়ে

দেবে।" তা'রপর যমদূত বলে "দাদা তুমি নিয়ে যাও" বিষ্ণুদূত বলে "তুই নিয়ে যা।" এই কর্ত্তে কর্ত্তে প্রথমে হাতাহাতি, তা'রপর কিলোকিলি, তা'রপর লুটোপুটি, তা'রপর সাফ অন্তর্দ্ধ্যান।

পাড়া—মশাই, শেষকালে হাসালেন। আপনি যাহোক্ বড় রগুড়ে লোক বটে।

বৃদ্ধ—দাদা, তুমি বুঝ্তে পারবেনা কত লগুড়ের আঘাত খেয়ে তবে মানুষ এমন রগুড়ে হয়। তা যাহোক্ আজ আসি, বাঁচি তো আবার দেখা হবে—

পাড়া—আসুন, আসুন, নমস্কার।

[উভয়দিক দিয়া উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

——ঃ০ঃ——

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ধর্ম্মতলার মোড়।

হরিবাবু, রাম, ললিত, জগ ও অন্যান্য খেলোয়াড়গণের
রেস খেলিতে গমন।

পাগলীর গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

বড় আশা নিয়ে, চঞ্চল হইয়ে, কোথা যাও কোথা যাও গো।
যেওনা সেথায়, অনিশ্চিয় যেথায়, শুধু আশা ভগ্ন সেথা হয় গো॥
চেয়ে দেখ এই বিরাট সংসারে বিনা আজ্ঞায় তাঁর কোন বস্তু ফেরে
কৃপা নাহি হ'লে,
নাহি কিছু মিলে,
সকল আয়াস বৃথায় যায় গো॥
গুণময় তিনি গুণের আধার,
তাঁর রাজ্যে নাহি আছে অবিচার,

যার কর্ম্ম যেমন,
কল তার তেমন,
ফলাফল ফলে
তাঁর করুণায় গো ॥

রাম—পাগলীর গান্‌টা বড় প্রাণে লাগে!

জগ—সত্যিই ভাই, চমৎকার! গলাখানা খুব মিষ্টি।

ললিত—চল্‌না ভাই, পাগলীর গান্‌টা লিখে নিই।

হরি—না হে না, লিখে নিতে গেলে দেরি হ'য়ে যাবে, ফার্ষ্ট (First) রেস পাব না।

ললিত—তা না পাই না পাব। গান্‌টা প্রাণের ভিতর আমার ঘা' দিয়েছে। (অগ্রসর হইয়া)—ও পাগলী, পাগলী, গানটা একবার গা না, আমরা লিখে নিই?

পাগলী—কি লিখে নিবি বাবা? লেখালেখির এতে তো কিছুই নেই। এত সোজা, এত সহজ, তাও বুঝ্‌তে পারিস্ নে!

ললিত—নারে বেটী, না; আমরা জুয়াড়ী, মাতাল ও বেশ্যাসক্ত, আমাদের কি মাথার ঠিক্ আছে? বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে না দিলে আমাদের মাথায় ঢোকে না।

পাগলী—আচ্ছা, এই তো তোরা বেশ হেসে খেলে খেল্‌তে যাচ্ছিস্, কিন্তু ব'ল্‌তে পারিস্ যখন ফির্‌বি, তখন কি তোদের এমনি হাসি খুসি থাক্‌বে?

ললিত—কেন থাক্‌বেনারে বেটী? নিত্যই তো এই কর্‌ছি।

পাগলী—তোদের সত্যিই মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। দেখ্‌ছি তোরা গেরস্থর ছেলে, মা ভাই বোন ছেলে পুলে নিয়ে ঘর করিস্; কষ্টে সৃষ্টে যা' রোজগার করিস্, তা'দিয়ে কোনও রকমে কায়ক্লেশে দিন গুজরান হয়। কেমন এই নয় কি ?

ললিত—তাইতো রে! তুই কেমন ক'রে জান্‌লি ?

পাগলী—আচ্ছা, আমায় ব'ল্‌তে পারিস্, তোরা যে এসব কাজ করিস্ তার জন্য কখনও কষ্ট হয় না ?

ললিত—কেন হবে না। কিন্তু কি ক'র্‌বো ? না ক'ল্লে যে থাক্‌তে পারি না।

পাগলী—বলিস কিরে! জুয়াড়ী, মাতাল ও বেশ্যাসক্তের পরিণাম কি কখনও ভেবে দেখিস্‌নি ? তাদের কোনও গর্হিত কাজ কর্ত্তে বাধে না! তা'রা খুনে হয়, কলুষিত রোগগ্রস্ত হয়, বংশের পিণ্ডদাতা পুত্র ও তা'র মাতাকে নিন্দনীয় রোগগ্রস্ত করে, বংশ উচ্ছন্ন যায়, পিতৃপুরুষের পিণ্ড লোপ পায়। জানিস্‌নি, সংসারে অর্থকষ্টের চেয়ে বড় কষ্ট আর নেই ? যা'র অর্থ নেই তার কিছুই নেই ?

জগ—কেন জান্‌বো না রে বেটী ? সব্ জানি, জেনে শুনেই তো পয়সার চেষ্টা কচ্চি ; জেনে শুনেই তো যাতে দু'পয়সা সংস্থান করতে পারি সেই পথে গেছি।

পাগলী—একি সংস্থানের পথ রে ? এ খেলা তো একটা জুয়াখেলা ; জুয়াতে কেউ কখনও পয়সা ক'রেছে শুনেছিস্ ? রাজা যুধিষ্ঠির, রাজা নল জুয়া খেলেই তো পথের ভিখারী হ'য়েছিলেন।

ললিত—তা হ'লে আমরা পয়সা রোজগার ক'রবো কি ক'রে ?

বাপের অর্থ নেই যে কোনও ব্যবসায় ক'রে আত্মোন্নতি করি। এ খেলায় রোজগার হবার পথ আছে, এমন কি শীঘ্র শীঘ্র বড় লোক হ'তে পারা যায়।

পাগলী—তাকি কখনও হয়! যেমন ক'রে এসেছিস, তেমনি তার ফল পাবি। দেখিস্‌নে, সন্তান অভাবে কোটীপতির সংসার নষ্ট হ'য়ে যাচ্চে, আবার দুঃখের সংসারে সন্তানের অভাব নেই। যদি তোদের সুকৃতি থাক্‌তো, তা হ'লে তোরা গরীব গৃহস্থের সংসারে জন্মে পয়সার জন্য এত হাহাকার কর্‌বি কেন? বাস্তবিক যদি তোদের যথার্থ অর্থের লালসা থাকে, তাহ'লে এমন কাজ কর, যাতে ক'রে উচ্চ অর্থশালী ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হয়। এটা ঠিক জানিস—মরে গেলে এ জীবনের শেষ হয় না। এখানে কেবল যাওয়া আসা ছাড়া আর কিছুই নেই। যারা যেতে আসতে ভাল কাজ করে, তাদের আর এখানে আসতে হয় না। তা'রা জন্ম মৃত্যুর হাত থেকে এড়িয়ে অপার আনন্দে ভগবানের কাছে থাকে। ধ্রুব প্রহ্লাদের কথা শুনেছিস্‌ তো? মনে করিস্‌নি তারা একজন্মে ভগবান পেয়েছে। অনেক জন্ম, অনেক সৎকার্য্য, অনেক তপস্যা ক'রে তবে তারা ভগবান পেয়েছে। শুধু যে তারা উদ্ধার হ'য়ে গেছে তা নয়, তাদের আত্মীয়স্বজন যে যেখানে ছিল সব উদ্ধার ক'রে গেছে। যেমন ঘরের পয়সা দিয়ে অনিশ্চিৎ পয়সা আনবার চেষ্টা কচ্চিস, তেমনি যখন পয়সা না আসায় সব নষ্ট হয়ে যাবে, তখনকার অবস্থাটা কি হবে বল দেখি? আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলকারই থাকে কিন্তু অর্থ দিয়ে সাহায্য করবার বন্ধু ক'জনার আছেরে? একবার—দুবার—তিনবার—না হয় চারবার—অর্থ দেবে, কিন্তু পাঁচবারের বার হয় চোক রাঙ্গানি, না হয় ঝগড়া, না হয় গলাধাক্কা! মান সম্ভ্রম আত্মীয়তা সকলই এই অর্থের সহচর। যতক্ষণ অর্থ, ততক্ষণ

সব অর্থ না থাক্‌লে কিছুই নয়; ভাব্‌তে পারিস—একমাত্র ছেলের সুচিকিৎসা অভাবে মৃত্যু, ভাবতে পারিস—৫ দিন কিছু না খেতে পেলে কি কষ্ট, ভাবতে পারিস—আত্মীয় স্বজনের হতাদর! বুঝে দেখ, পয়সাই সংসারীর স্বচ্ছন্দের একমাত্র সারবস্তু, তবে কেন কুসংসর্গে প'ড়ে কু-অভ্যাস দোষে নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছিস্—বল্‌তো?

ললিত—হায় মা! আমরা যে বড় এগিয়ে পড়েছি; আমরা তো এসব ছাড়তে পারবো না!

পাগলী—বলিস্ কিরে! জগতে এমন কোন্ বস্তু আছে, যা' না হ'লে চলে না? একমাত্র ছেলে হারিয়ে মা কখনও মরেছে শুনেছিস? অতুল ঐশ্বর্য্যশালী রাজা, পথের ভিখারী হ'য়েও কখনও মরে না। এমনও শুন্‌তে পাওয়া যায় যে, আমাদের মধ্যে অনেক মহাপুরুষ আছেন যাঁরা সংসারের সকল বন্ধন ছেদন ক'রে, ভোগের বস্তু ত্যাগ ক'রে, সুদূর হিমালয় কন্দরে ব'সে ভগবানের ধ্যানে মগ্ন আছেন। তাঁরা কি মানুষ নন? নিশ্চয় তাঁরাও মানুষ, তবে অভ্যাসযোগে সব ত্যাগ কর্ত্তে পেরেছেন। তোরাও তো হিন্দু সন্তান, তাঁদের রক্ত তোদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হ'চ্ছে, কোথায় তোদের কার্য্যকলাপ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার ক'র্ব্বে, তা' না হ'য়ে তোরা কিনা ঘৃণিত জুয়াড়ী মাতাল ও বেশ্যার দাস। তোদের দেখ্‌লে চক্ষে জল আসে, বুক ফেটে যায়!

সকলে—মা মা, তবে আমাদের কি উপায় হবে?

পাগলী—আমার এক ছেলে আছে, তার কাছে চল, সে তোদের পথ ব'লে দেবে।

পাগলীর গীত

সংসার তোমার হরি ! সৃষ্টি চমৎকার ?
তোমারি মায়াতে ভুলে—
ভাবে জীব সব আপনার ।
ভোগেতে অতৃপ্তি, রূপেতে পিপাসা,
প্রেমে ভালবাসা, আশায় নিরাশা,
এই নিয়ে জীব করে যাওয়া আসা,
স্বাধীনতা তুমি রাখনি' কার ।
হৃদয়ে দিয়েছ বিবেক ভক্তি
শ্রবণে দিয়েছ শ্রবণ শক্তি
মনে কেন দিলে অহঙ্কার ?
নিয়তি প্রবল—সবারি উপর,
তাই আত্ম ভোলা যত নারী নর,
দাও জ্ঞান জ্যোতিঃ—অগতির গতি !
ঘুচাও দারুণ অন্ধকার

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্নদার বাটী।

অন্নদার ইতস্ততঃ পরিক্রমণ।

পাগলী, রাম, জগ, ললিত, হরিবাবু ও অপরাপর খেলোয়াড়গণের প্রবেশ।

পাগলী—ঐ আমার ছেলে, ওকে ধর, ও তোদের ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেবে।

ললিত—(স্বগতঃ) একে তো রেস খেলতে দেখা যেতো। অন্নদা জুয়াড়ী না? ও আবার পাগলীর ছেলে কবে হ'লো?

(প্রকাশ্যে)—মশায় আমাদের অবস্থা শোচনীয়, দয়া ক'রে কিছু উপদেশ দিন।

অন্নদা—মশাই আমি আর আপনাদের কি উপদেশ দেবো? তবে এই পর্য্যন্ত ব'ল্‌তে পারি যে আমি আপনাদের চেয়েও অনেক এগিয়ে ছিলুম। আমার কাজের মধ্যে ছিল রেস, মদ আর বেশ্যার বাড়িতে বাস। শুধু বাড়িতে খেতে আসতুম মাত্র। দিনরাত্তির যে কি অশান্তিতে কাট্‌তো তা ব'ল্‌তে পারি নে। বুঝতেই পাচ্ছেন, তিনটার মধ্যে এমন কোনটাই নেই যাতে টাকার দরকার কম! যত টাকা নিয়ে রেস খেলুন না কেন, কিছুতেই টাকার সঙ্কুলান হবে না। যত টাকা দিন না কেন, কিছুতেই বেশ্যার মন পাবেন না। তাদের অভাব কেউ যে কখনও মোচন ক'র্ত্তে পেরেছে আমার তা বোধ হয় না। আমি ইংরাজীতে কিছু লেখাপড়া শিখেছিলুম অর্থাৎ M. A. পাশ ক'রে ছিলুম

আমার বাপ বেশ একজন অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। এম. এ.

পাশ কল্লুম বাবাও মারা গেলেন। বুঝতেই পাচ্ছেন, ধনীর সন্তান তায় এম, এ পাশ; ইংরাজি বিদ্যার যা' ফল তা' ফ'ল্‌তে আরম্ভ হ'লো। ধরাটা সরা ব'লে মনে হ'তে লাগলো। সাহেবী মেজাজ, সাহেবী হাসা সাহেবী কাঁদা, সাহেবী চাল চলন, মোট কথায়—সব কাজই সাহেবী ধরণে হ'তে আরম্ভ হ'লো। রেস ও একটা সাহেবী খেলা, সুতরাং বাদ গেল না। প্রথম দু'চার টাকা, তা'রপর দু'একশ, তা'রপর হাজার হাজার খেল্‌তে লাগ্‌লুম। গোড়ায় দু'একদিন কিছু লাভ হ'লো, তখন মন্দ লাগলো না, কিন্তু শেষে হার হ'তে সুরু হ'লো। যত হারি তত মাথা খারাপ হয়! শেষে সঙ্গীরা বল্লে "মদ খাও, মাথা সেরে যাবে।" প্রথমে শনিবার, তা'রপর রবিবার, তা'রপর রোজ রোজ, তা'রপর সব সময়ে মদ খেতে লাগলুম। মদ ধর্‌লে তার যে আনুসঙ্গিক—মেয়েমানুষ—তাও বাদ গেল না। দু'এক বছরে সব সঞ্চিত ধন শেষ হ'য়ে গেল। টাকার অভাবে আমার ভায়ের বিয়ে দিলুম। নগদে অলঙ্কারে অনেক টাকা পেলুম, সে টাকাও অতি অল্প সময়ের মধ্যে উড়ে গেল। ভাই চাক্‌রি ক'রে সংসার চালাতে লাগ্‌লো; কিন্তু আমার কিছুই পরিবর্ত্তন ঘট্‌লো না। টাকার দরকার হ'লেই পরিবার দেয়। কোথা থেকে যে দেয় তা আমি জানিনি—জান্‌বার দরকার বোধও করিনি। একদিন আমার উপপত্নী আমার কাছে একখানা গয়না চাইলে, আর ব'ল্‌লে, যদি গয়না না পায়, তাহ'লে আর তার বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেবে না! আমি তখন কাণ্ডজ্ঞানহীন, পরিবারের কাছে একথা ব'ল্‌লুম। তাতে সে ব'ল্‌লে তার গয়না সব বিক্রী হ'য়ে গেছে; আমি ব'ল্‌লুম ছোট বৌমার একখানা গহনা দাও। তাতে সে বল্‌লে "তাও নেই তোমারই জন্য বিক্রী হ'য়ে গেছে।" যখন দেখ্‌লুম সব সত্য, তখন আমার চমক ভেঙ্গে গেল। মনে হ'তে লাগলো আমি কোনও

এক অজানা অচেনা জায়গায় ছিলুম, হঠাৎ আত্মীয় স্বজনের মাঝে এসে পড়েছি। বউমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম "মা তোমার গয়না কোথায়?" তিনি ব'ল্‌লেন "গয়না সব বিক্রী হয়ে গেছে।" সংসারে নিত্য অভাব, টাকার বড় অনাটন, সকলের মুখ শুষ্ক, কর্ত্তব্য ও প্রয়োজনের কাছে অলঙ্কার অতি অকিঞ্চিৎকর।" কি সুন্দর শিক্ষা! কি সুন্দর ব্যবহার! এ তো ভ্রাতৃজায়ার কথা। ভায়ের ব্যবহার আরও অতুলনীয়! ভাই বল্‌লে "দাদা, তুমি আমার পিতৃস্থানীয়, তোমার ভাল মন্দ আমার চিন্তাতে আসে না, আমার ও বিচার করবার অধিকার নেই, তোমার আবশ্যক হ'য়েছিল, আমারা যেমন কোরে হোক যোগাড় ক'রে দিয়েছি।" এই—সব দেখে শুনে ভাব্‌লুম, ভগবান মানুষও গড়েন, দেবতাও গড়েন। এমন ভাই, এমন সহিষ্ণুতাময়ী বালিকা ভ্রাতৃবধূ, সুখ দুঃখের ভাগিনী সেবাপরায়ণা সহধর্ম্মিণী, তাদের সকলের সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে আমি ঘৃণিত জুয়াড়ী, মাতাল, বেশ্যার দাস! আমার বিশ্বাস প্রতি ঘরে ঘরে এমন স্নেহের ভাই বোন, ভ্রাতৃবধূ, ভক্তি-প্রীতিময়ী সহধর্ম্মিনী আছে। আমার অধঃপতনই আমার চোক ফুটিয়ে দেছে! তাই যারা খেল্‌তে যায় তাদের সুখের সংসার মনে পড়ে, তাদের পিতা মাতা পুত্র কন্যার স্নেহের বয়ান প্রাণে জেগে উঠে, তাদের কাতরতা কল্পনা ক'রে বুক ফেটে যায়! তাই আপনাদের পায়ে ধ'রে মিনতি কচ্চি—ও পাপ নেশা ছেড়ে দিন! ও—মহামারীর মত বড় সংক্রামক। ওর প্রতাপ দুর্ণিবার। পণ্ডিত মূর্খ কেউ ওর করাল কবল থেকে রক্ষা পায় না। আপনারা বুদ্ধিমান, বিবেচক, একবার ভেবে দেখুন, কি ছিলেন কি হ'য়েছেন!

সকলে—মশাই আজ থেকে আমরাও সব ছেড়ে দিলুম, আমরা আপনাকে অনুসরণ কর্ত্তে চেষ্টা ক'র্‌বো।

পাগলীর গীত

টাকা—টাকা—টাকা।
তোমার মায়ায়, প'ড়ে আছে
এই দিনতুনিয়া ঢাকা ॥
তুমি অজ্ঞানীকে জ্ঞানী কর ;
ভিখারিকে রাজা
কে বোঝে মহিমা তোমার,
তুমি সোজায় কর বাঁকা ॥
বিষয় বাসনা যার, ধর্ম্ম কর্ম্ম নাহি তার,
সদা কেবল মর্ম্মে তার
রূপটী তোমার আঁকা ॥
তুমি এমনি মোহ ধর,
পুত্রশোক শান্ত কর
ভোলে সতী, প্রাণের পতি,
কাজটী তোমার পাকা ॥
মদ বেশ্যা জুয়া খেলা,—
সবই তোমার প্রেমের লীলা—
দেখ্‌ছি জীবের মোক্ষ মুক্তি
কেবল তোমায় ডাকা !

———

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হাতিবাগানের মোড়।

মদের দোকানের সম্মুখ।

রেস হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিগণ।

পাগলীর গীত।

তোমরা কোথায় গিয়েছিলে বলনা গো ?
সুন্দর বয়ানে, তপন কিরণ
কালিমা মাখায়ে দিয়েছে গো।
দেখে মনে হয় বড় অভাগা তোরা,
বুঝি আপনার ব'লতে কেউ কি নাই ?
যারা ছিল তারা ত্যজেছে সকলে
নিজ নিজ কর্ম্ম দোষে গো।
দেহে ছিল তোদের অসীম শক্তি
প্রাণে ছিল দৃঢ় বল
করমের দোষে সকলি গিয়েছে
বিধাতার একি ছলনা গো !
হিন্দুদের যশ হিন্দুদের কীর্ত্তি
জগতে জানে না কে ?

হিন্দু সন্তান হ'য়ে, মদ, জুয়া ল'য়ে
মজেছিস্ ঘৃণিত পাপে গো !
চেয়ে দেখ একবার জ্ঞানচক্ষু মেলি
দূরে পরিহর কুকর্ম্ম সকলি
সত্যের আশ্রয় নিয়ে সৎকার্য্য করিয়ে
জগৎ মাঝে মহৎ হওনা গো !

[পাগলীর প্রস্থান ।

অন্নদা, ললিত, জগ, রাম ও হরিবাবুর প্রবেশ ।

অন্নদা—ভাই সব ! দয়া ক'রে আর মদ খেয়োনা। আমি ও আমার সঙ্গিগণ—যাদের সঙ্গে দেখ্ছো এরা সকলেই দুর্দ্দান্ত মাতাল ছিল। সৎসঙ্গে সৎ শিক্ষায় আমাদের মোহের ঘোর কেটে গেছে। আমাদের দলে এসো, দেখ্বে এমন নেশা আছে যাতে খোঁয়ারি নেই, যাতে অবসাদ নেই, আছে কেবল বিমল আনন্দ, নির্ম্মল শান্তি। সুস্থ শরীরকে অসুস্থ করা, নিজেকে মোহাচ্ছন্ন করা, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবকে অসুখী করার অপেক্ষা আর কি মহাপাতক থাকৃতে পারে ? মনকে ভোলাবার জন্য যে কার্য্য ক'ত্তে যাচ্ছেন, বাস্তবিক তাতে কি মন ভোলে ? বিষ খেলে বিষের জ্বালা নেবে কি ?

একজন মাতাল—কেহে বাপু তোমরা ? রেসে যথাসর্ব্বস্ব হেরে গিয়ে কোথায় একটু স্ফুর্ত্তি কর্ত্তে এলুম, তানা কোত্থেকে কতকগুলো আপদ এসে জুট্লো দেখনা ? চ'লে যাও বাপু চ'লে যাও, তোমাদের লেক্চারে (Lecture) দরকার নেই, ও সব আমরা ঢের জানি ।

অন্নদা—ভাই, আমারও তোমাদের মত অবস্থা একদিন ছিল। আমি তোমাদের কথা বেশ ভালরকমই বুঝতে পারছি। রেস খেলে ফেরবার অবস্থা যে কি সঙ্কটাপন্ন, তা' আমার হাড়ে হাড়ে বিঁধে আছে। তোমাদের মধ্যে অনেকে আজ যে ভাবে টাকা এনেছো, ও নষ্ট ক'রেছো তা' আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি। জুয়ার পরিণাম বোধ হয় তোমাদের মধ্যে অনেকের প্রাণে পৌঁছেচে। যাই হোক, ঘোড়দৌড় খেলা সম্বন্ধে আমি তোমাদের দু'একটা কথা বল'তে ইচ্ছা করি।

অপর মাতাল—যাও যাও, আর জ্বালিও না। তোমাদের কি আর কোনও কাজ নেই ?

অন্নদা—না দাদা, আমাদের আর অন্য কোনও কাজ নেই। আমাদের কাজ তোমাদের মত লোকের চোক ফোটান।

অন্য মাতাল—আঃ! এতো ভারি পাছু লাগলো। নাও, নাও তোমার যা বলবার আছে শীগ্‌গির শীগ্‌গির ব'লে ফেল।

অন্নদা—দেখ ভাই, এ খেলা আমাদের নয় ; বিলেতে এ খেলাটাকে আমোদ-প্রমোদের মধ্যে গণ্য করে। বড় লোকেদের আমোদ-প্রমোদের জন্য যেমন একটা ফাণ্ড (Fund) থাকে এ খেলার জন্যও তেমনি একটা থাকে। তারা টাকা রোজগার করবার জন্য এ খেলা খেলে না, কিন্তু আমাদের কথা স্বতন্ত্র নয় কি ? ধনীর সন্তান বাপের কষ্ট সঞ্চিত টাকা বাড়াতে গিয়ে, হয় পথের ভিখারী হয়, নয় তো ইন্‌সলভেন্সি (Insolvency) নেয়, কিম্বা আত্মহত্যা করে ; মধ্যবিত্ত গৃহস্থ গরীবের কথা আর কি ব'লবো। তোমাদের মধ্যে তো অনেকে অনেকদিন রেস খেলছো, কিন্তু কত টাকা নষ্ট ক'রেছো, কত উৎসন্নের পথে অগ্রসর হ'য়েছো, কত দুষ্কর্ম্ম ক'রেছো বল দেখি ? যদি এ খেলা না খেলতে তা হ'লে আজ কি

তোমরা এখানে—এই শুঁড়ি খানায়—আসতে? এই খেলাই কি সকল অনিষ্টের মূল নয়?

আর এক মাতাল—(রাগিয়া) ব্যাটা আমার ধর্ম্মপুত্ত্র যুধিষ্টির, উপদেশ ঝাড়ছেন। ড্যাম ইউ (Damn you) বদমাস! (মাথায় বোতল ছুড়িয়া মারা ও রক্ত বাহির হওয়া) (ললিতের চাদর দিয়া মাথা বাঁধিয়া দেওন।)

জগ—খুন খুন, পুলিশ ডাক, পুলিশ ডাক।

অন্নদা—কেন, পুলিশ ডাক্‌ছো কেন? আমাদের ভায়ে ভায়ে বিসম্বাদ এর ভিতরে পুলিশ মধ্যস্থ হ'য়ে কি ক'রবে? (মাতালের পা ধরিয়া) আমার কথাগুলি ভাল লাগ্‌লোনা, না ভাই? মেরেছো বেশ ক'রেছো, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। তবে তোমাকে এই পর্য্যন্ত বলে যাই যে যখন তোমার জ্ঞান আস্‌বে, তখন একবার বেশ ভাল ক'রে ভেবে দেখো আমি যে সব কথা ব'লেছি; আর ভেবো,—তুমি একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে গুরুতর আঘাত ক'রেছিলে, আর সে, সে' আঘাতের প্রতিশোধ না নিয়ে, পায়ে ধ'রে তোমাকে শোধরাবার জন্য মিনতি ক'রে ব'লেছিল "তুমি আমার বড় ভাই, তোমার মার আমার আশীর্ব্বাদ।" দেখ, আমার মাথা থেকে রক্তপাত হ'য়েছে, আমি ত'ার জন্য তিলমাত্র দুঃখিত নই; আমার মনে হ'চ্ছে—এ যে সে রক্ত নয়, এ রক্ত অতি শীতল—অতি পবিত্র। এ রক্তপাত নিস্ফল হবে না—এ রক্ত স্রোতে—বাঙ্গালীর মদের নেশা, বাঙ্গালার কলঙ্ক—একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে ধুয়ে মুছে যাবে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মোহিনীর বাটী।

মোহিনী—অনেক দিন হ'য়ে গেল, অন্নদা মুখপোড়ার আর দেখা নেই। ব'লে পাঠিয়েছেন, তিনি আর কোনও কুকায করবেন না। কি আমার ভাটপাড়ার ভট চায্যি রে! ন্যাকার গুষ্টিতে পাপ সয়না! দেখা যাক্ কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! ও যে কখনও রেস, মদ আর মেয়েমানুষ ছাড়তে পার্‌বে তা বোধ হয় না। অনেক মদোমাতাল দেখেছি বাপু, কিন্তু অমনটি আর দেখিনি! (ক্ষণ চিন্তা) আর কোথাও নূতন মেয়েমানুষ জোটালে নাকি? বিশ্বাস নেই, হতেও পারে। যারা একবার আমাদের ঘরে এসেছে, তারা আর যাবে কোথায়? বেহারাটাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে দেখা যাক্ ব্যাপার কি? (উচ্চৈঃস্বরে) মঙ্গল, ও মঙ্গল!

নেপথ্যে মঙ্গল—আজ্ঞে যাই মা!

মঙ্গলের প্রবেশ।

মোহিনী—হাঁরে, অন্নদা বাবুর কোনও খবর টবর রাখিস্?

মঙ্গল—হাঁ মা, তাঁকে প্রায়ই রাস্তাঘাটে কতকগুলো লোক ও একটা পাগলীর সঙ্গে বেড়াতে দেখি; পাগলীটা যে গান গায় মা, তা' আর তোমাকে কি ব'লবো? তোফা মিঠে আওয়াজ।

মোহিনী—অন্নদাকে একবার আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে বলিস্‌নি কেন?

মঙ্গল—হাঁ, মা বলেছিলুম। তিনি ব'ল্লেন "আর আমি যাব না, ও

জায়গা আমাদের নয়।" আরও তিনি আমাকে কত ভাল কথা ব'ল্লেন তা' আমার কি অতো মনে থাকে ছাই!

মোহিনী—ওঃ কি সাধুরে! আচ্ছা মঙ্গল! তোর কি বিশ্বাস হয় সে আর কোথাও যায় না?

মঙ্গল—হাঁ মা, আমার তা' বিশ্বাস হয়। তোমার বাবু এখন আর সে বাবু নেই, সত্যিই সে সাধু হ'য়েছে।

মোহিনী—কিসে বুঝলি সে সাধু হ'য়েছে?

মঙ্গল—তাঁর চেহারা ও পাগলীর চেহারা দেখে বোঝা যায়, যে তাঁরা মানুষ ন'ন। ওহো হো! ভাল কথা, তোমাকে ব'ল্‌তে ভুলে গেছি। আজ একটা বড় কাণ্ড হ'য়ে গেছে। বাজারে গে্ছলুম, শুন্‌লুম, আমাদের বাবু আর তাঁর দলের লোকেরা হাতিবাগানের মদের দোকানে গিয়েছিল। যারা মদ খাচ্ছিল, বাবু তাদের মদ খেলে কি দোষ হয় সেই কথা বল্‌তে লাগ্‌লো; তাদের ভিতর একজন মাতাল বাবুকে বোতল ছুড়ে মার্‌লে, কিন্তু বাবু তাকে কিছু না ব'লে তার হাতে পায়ে ধ'রে বোঝাতে লাগলো। কলকেতা সহরে এই কথা নিয়ে হুলুস্থুল প'ড়ে গেছে। কেউ ব'লছে বাবু মানুষ নয় দেবতা, কেউ ব'লছে বাবু মহাপুরুষ। মাতালেরা ব'লেছে আর মদ খাবে না, তারা বাবুর দলে ভিড়্‌বে।

মোহিনী—মঙ্গল, তোর কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, না গাঁজায় বেশী দম দিয়েছিস্? অন্নদা মদ মেয়েমানুষ ছাড়বে, তার চেয়ে কেন বল্‌না, পূবের স্যিয্যি পশ্চিমে উদয় হ'য়েছে। তুই আর জ্বালাস্‌নে বাপু!

মঙ্গল—ঐ প্যারিবাবু আসছেন, জিজ্ঞাসা করনা আমি সত্যি কি মিছে ব'লেছি।

প্যারিবাবুর প্রবেশ।

মোহিনী—হাঁগা, মঙ্গল অন্নদার সম্বন্ধে যা' ব'লছে তুমি তা'র কিছু শুনেছ ?

প্যারিবাবু—শুনিনি ? আমি তো সেই দলেই ছিলুম।

মোহিনী—এতদূর ? আমাদের মোহ এড়িয়ে—সে আবার মানুষ হ'য়েছে ? আমার বিশ্বাস—এইবার সে টুক্‌নী হাতে ক'রে পথে পথে ভিক্ষে ক'রে বেড়াবে ! তা' হ'লো না ? যা ভেবেছিলুম সব 'ওলট্ পালট্ হ'য়ে গেল ?

প্যারি—মোহিনী, সে যে তোমার জন্য যথাসর্ব্বস্ব খুইয়েছে। তুমি ওকি বলছো ! তার সুখ্যাতিতে তোমার আহ্লাদ হ'লো না !

মোহিনী—আমার জন্য সে এমন কি খুইয়েছে ? আমার যা' মূল্য তার তো কিছুই দেয়নি। সে যে এখনও ভদ্রলোক হ'য়ে পৃথিবীর বুকে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, এখনও জেল খানায় ত'ার স্থান হয়নি,—এই আমার দুঃখ ! আমাদের ভালবাসার পরিণামটা সে ভাল ক'রে দেখ্‌তে পেলে না—একি কম আপশোষ ?

প্যারি—ওঃ ! কি ভয়ঙ্করী তোমরা—মোহিনী ! আর কি বিভীষিকাময় স্থান—তোমাদের এই পাপগৃহ ! যার জন্য লোকটী সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছে, চরিত্র, ধর্ম্ম, কর্ম্ম সব হারিয়েছে, তার মুখে এই কথা। এখন বেশ বুঝতে পারছি, অন্নদা বাবু যে সব কথা বোলেছেন তা, অভ্রান্ত সত্য। আজ থেকে আমারও এই শেষ—এ স্থান মানুষের জন্য নয়। এ স্থান নরককুণ্ড অপেক্ষাও পূতিগন্ধ জ্বালাময়। এ স্থান পিশাচের লীলাভূমি ! আমার মনের আঁধার কুহেলী সমস্ত কেটে গিয়ে চ'ক্ষের উপর সমুজ্জ্বল

দিবালোকের মত সমুদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌লো—বেশ্যা মদ ও জুয়া—এই তিন ত্রিপাপের ত্রিধারা! এদের হাত থেকে মুক্তি পাবার ত্রিবেণী সঙ্গম —আজও বিশাল ধরণীতে সৃষ্টি হয়নি!

মোহিনী—আ মরি মরি! প্যারিবাবুর কি ভাব লাগলো নাকি? দেখ সোনার চাঁদ—আমরা ব্যবসাদার- আমাদের দানছত্তর করা চলে না।

প্যারি—ধিক্—তোমাদের লালসাময়ী চাতুরীতে, ধিক্ তোমাদের—কামনার অগ্নিবেষ্টনী পাপশিখায়! তোমাদের পদভরে এখনও কেন ভূমিকম্পে ধরণী ন'ড়ে উঠছে না,—বিধাতার অতুলনীয় সৃষ্টি গ্রাস কর্ব্বার জন্য—এখনও কেন সপ্তসিন্ধুর সলিল উচ্ছ্বাস এক সঙ্গে ছুটছে না, এতেই আমি বিস্মিত হ'চ্ছি। তোমরা মৃত্যুর চেয়েও যন্ত্রণাময়ী—দুর্ভিক্ষের চেয়েও প্রাণঘাতিনী,—হিংসার চেয়েও—ভীষণা ভয়ঙ্করী। কিন্তু জেনো মোহিনি! অত পাপ ধর্ম্ম কখনও সইবে না। পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হ'য়ে—একদিন ছিন্নমস্তার মত নিজের রক্তেই নিজের তৃষ্ণা নিবারণ ক'র্ত্তে হবে। ছি ছি! আর এখানে থাকা উচিত নয়। প্রস্থান।]

———

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মাতালের বাটী।

কামিনী—তুমি যে এরিই মধ্যে বাড়ী এলে? ব্যাপার কি? ঝগড়া হয়েছে নাকি? .

মাতাল—হাঁ, আজ খুব ঝগড়া হ'য়ে গেছে। রোজ রোজ টাকা টাকা টাকা। যত দিই কিছুতেই আর মন পাবার যো নেই।

কামিনী—কেন, আমি তো তোমাকে বরাবর ব'লেছি বেশ্যা কখনও ভালবাস্‌তে পারে না। তারা ব্যবসাদার, তাদের টাকার দিকে টান। টাকা দাও তোমার, না দাও অপরের।

মাতাল—আমি আজ তোমাকে গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো, সত্যি ব'লবে বল?

কামিনী—তুমি এত কিন্তু হ'য়ে কথা কচ্চো কেন? বোধ হয় বেশী মদ খেয়েছো নয়? তুমি শোও, আমি একটু পাখা করি, আর গা হাত পা টিপে দিই।

মাতাল—সত্যি বলছি, আমার নেশা নেই।

কামিনী—বল, কি কথা, আমি যা জানি তা তোমাকে ব'লবো।

মাতাল—আমি কি কখনও তোমার গায়ে হাত তুলিছি? তোমার গয়না বোধ হয় সব গেছে? আমার জন্য অনেক লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সইতে হয়, নয়? ওঃ কোথায় নির্ম্মল অকৃত্রিম ভালবাসা, আর কোথায় কপট কলুষিত কুলটার প্রেম! কোথায় অমৃতময় স্বর্গ, আর কোথায় বিভীষিকাময় নরক! ওঃ! আমার বুকটা কেমন কোচ্ছে একটু জল দাওতো? নাঃ,

এ জ্বালা জলে ঠাণ্ডা হবেনা। বল বল শীগ্‌গির বল, আমি যা জিজ্ঞাসা ক'রেছি সব কি সত্য ?

কামিনী—হাঁ, সব সত্য, কিন্তু তার জন্য তুমি অতো উতলা হচ্ছো কেন? তুমি স্বামী, তোমার মার আমার আশীর্ব্বাদ? তুমি স্বামী, জুয়াড়ি মাতাল ও বেশ্যাশক্ত ব'লে লোকের কাছে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হ'তে হয় বটে, কিন্তু তা ব'লে তো তোমাকে আমি হতাদর কর্ত্তে পারিনে? তুমি আমার গুরু, তুমি আমার উপাস্য দেবতা, তুমি আমার ইহকাল, তুমি আমার পরকাল। হিন্দু রমণীর স্বামী অপেক্ষা কি আর গর্ব্বের বস্তু আছে।

মাতাল—হাঁ, ঠিক ব'লেছ, ঠিক ব'লেছ! উপযাচিকা হয়ে ঘরে এসোনি তোমরা, উপযাচক হ'য়ে এনেছি আমরা। দেখ, আজ একটা বড় গর্হিত কাজ ক'রেছি! আমি কিছুতেই স্থির থাকৃতে পারছি না!

কামিনী—কেন, এমন কাজ কি ক'রেছ ?

মাতাল—দেখ, টাকাকড়ি সব্‌ হেরে গিয়ে হাতিবাগানের মদের দোকানে গিয়েছিলুম। সেখানে পাঁচ সাতজন মিলে মদ খাচ্ছি আর গল্প কচ্ছি, এমন সময় কতকগুলো লোক ও একটা পাগলী এলো। পাগলীটাকে দেখে মনে হয় না যে সে সামান্য পাগলী। যখন রেস খেলতে যাই ও ফিরে আসি তখন ধর্ম্মতলা ও হাতিবাগানের মোড়ে পাগলী রেস সম্বন্ধে গান গাচ্ছিল। এমন চমৎকার ও এমন হৃদয়স্পর্শী গান আমি কখনও শুনিনি। যে সে গান শুনেছে সে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেছে। তারপর, রেস মদ ও বেশ্যাশক্ত হ'লে পরিণাম কি হয় সে বিষয় একজন বক্তৃতা দিতে আরম্ভ ক'র্‌লে। তার বক্তৃতা এত সতেজ ও জ্বলন্ত যে এখন আমার অন্তরের প্রতি স্তরে স্তরে বেজে

উঠছে। কিন্তু তখন আমি ভয়ানক মাতাল হয়েছিলুম। তার বক্তৃতা আমার ভাল লাগেনি। তাকে বাবংবার বারণ করায় সে যখন শুনলে না, তখন আমি ক্ষেপে গিয়ে মদের বোতল তার মাথায় ছুঁড়ে মারলুম। মাথা ফেটে হু হু ক'রে রক্ত পড়্‌তে লাগ্‌লো। সকলেই স্তম্ভিত অবাক। ভাব্‌লে তখনি পুলিশ ডেকে আমাকে ধরিয়ে দেবে, কিন্তু আর নয় আর নয়, আমি আর বোলতে পারছি না, আমার দম আটুকে যাচ্ছে। তুমি আমায় মাপ কর! বিয়ে হওয়া থেকে আমি তোমায় একদিনের জন্যও সুখী করিনি! বাড়ীতে কুকুর বিড়াল থাক্‌লেও একটা মায়া হয় কিন্তু তা দূরের কথা তোমার জন্য আমি কখনও ভাবিনি। তোমাকে সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী ক'রবো ব'লে অগ্নি সাক্ষী ক'রে বিয়ে ক'রেছিলুম নয়? বাঃ বাঃ বেশ প্রতিজ্ঞা রাখ্‌ছি, বেশ প্রতিজ্ঞা রাখ্‌ছি!

কামিনী—তুমি আজ অমন ক'চ্ছো কেন বল দেখি?

মাতাল—অমন ক'চ্ছি কেন জান? প্রাণটাকে কিছুতেই ঠিক কর্ত্তে পারছি নে! মনে হ'চ্ছে যেন বেরোয় বেরোয়, কিন্তু বেরুতে পারছে না! ওঃ, কি যন্ত্রণা! নরক, তোমার দূতেরা শুনেছি পাপীদের তপ্ত তেলে ফেলে আর তোলে কিন্তু তাদের আমার মত যন্ত্রণা হয় কি? ভগবান, তুমি তো পাপীর শাস্তি দাও, আমার শাস্তি দিচ্চনা কেন দয়াময়? আমার শাস্তি দিলে তোমার কি দয়াময় নামের মাহাত্ম্য যাবে?

কামিনী—ওগো তুমি স্থির হও, স্থির হও। অমন ক'ল্লে আমার যে বড় কষ্ট হয়।

মাতাল—স্থির হ'তে পারছি না কামিনী, ক'ল্লে কি জান—সে আমার পায় ধ'রে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে, "দাদা, আমার রক্তপাতই যেন তোমাকে শুধ্‌রে দেয়!"

কামিনী—সে মানুষ নয়, সে মানুষ নয়, দেবতা—দেবতা !

মাতাল—সে দেবতা হোক আর যেই হোক, আমার সঙ্গে তার এমন ব্যাবহার করবার দরকার কি ছিল ? যাই, আমি আর থাক্‌তে পারছি না। যতক্ষণ তার না দেখা পাব ততক্ষণ আমি বাড়ী আসবো না। তুমি আমার জন্য ভেবো না, আমি চ'ল্লুম। [প্রস্থান।

কামিনী—ভগবান মুখ রেখো ! যদি আমি সতী হই, যদি তোমাতে আমার মতি গতি থাকে, যদি কখনও কায়মনোবাক্যে তোমাকে আমার স্বামীর মঙ্গলের জন্য ডেকে থাকি, তা'হলে যেন সেই মহাপুরুষের দয়াতে তাঁর চেতন হয়।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ঘোড়দৌড়ের মাঠ। থার্ড (3rd Enclosure.)

কলারওয়ালা, উড়িনী ও বাঙ্গালী, বাঙ্গালদ্বয়, মাড়োয়ারীদ্বয় ও অপর অপর খেলোয়াড়গণ।

(চারজন লোক কলারওয়ালাকে গলায় চাদর দিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনা)

১ম লোক—শালা, জুচ্চুরির আর জায়গা পাও নি ? আমরা হ'চ্ছি সব্‌চিন সব্‌জান্‌তা সব্‌লোট লোক আমাদের সঙ্গে কারসাজি। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা ? চন্দ্র সূয্যি রাহু কেতু তোর বাপ ঠাকুরদাদা ? মার শালাকে, মার মার। [প্রহার দেওন]

কলারওয়ালা—বাবারে গেলুম রে মলুম রে, আর মারবেন না, আর মারবেন না, মরে যাব যে। আমার কি দোষ ব'লুন ? পাঁজিতে যেমন আছে তেমনি ব'লেছি।

২য় লোক—ফের, বল শালা তোর পাঁজিতে কি লেখা আছে ?

কলারওয়ালা—এই আমার বই দেখুন না।

১ম লোক—হাঁ, বই দেখে তো আমরা সব বুঝ্‌বো।

কলারওয়ালা—বেলা ১টা থেকে ৩টা ৭ মিনিট ৯ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত শনির বক্রভাব।

৩য় লোক – তার মানে ?

কলারওয়ালা—শনির দৃষ্টিতে চাঁদের বিকাশ ?

৪র্থ লোক—তাতে কি হয় ?

কলারওয়ালা—সাদায়, কালোয়, লাল নীলের প্রকোপ বাড়ে।

১ম লোক—একি সন্নিপাত বিকার নাকি যে প্রকোপ বাড়্বে ?

কলারওয়ালা—আজ্ঞে তা নয় তবে ঐ সব রংয়ের জোর খুব বেশী হয় এবং সেই সব রংয়ের ঘোড়া উইন (Win) করে।

৩য় লোক—বাঃ বাঃ রসরাজ, আর রসিকতায় কাজ নেই। শালার গণার ছব্বা দেখ—হয় পুত্র নয় কন্যা, নয় গর্ভপাত। মার শালাকে মার (প্রহার দেওন)।

(ভিড়ের মধ্যে জনৈক গাঁটকাটার আবির্ভাব)

গাঁটকাটা—এই তো মাহিন্দীক্ষণ। বেশ ঝগড়া বেঁধেছে। সব বেটাই অন্যমনস্ক। এই শাঁশালো ব্যাটার পকেটে তো হাত পুরে দেওয়া যাক্, বোধ হয় কিছু মিল্‌বে। একজন বাঙ্গালের পকেট হইতে ব্যাগ লইয়া প্রস্থান।

একজন সার্জ্জনের (Surgeon) প্রবেশ।

সার্জ্জন (Surgeon)—কালা ড্যাম নিগার (Kala Damn Nigger)

লোকেরা—সাহেব কলার কলার।

সার্জ্জন (Surgeon)—ড্যাম ইউ (Damn you) শুয়ার।

কলারওয়ালা ও চারজন লোককে ধাক্কা দিতে দিতে সার্জ্জনের (Surgeon) প্রস্থান।

বাঙ্গালীবাবু—ও উড়িনী ও উড়িনী, তোর সাহেবের এবার কি টিপরে ?

উড়িনী—মু কাঁই উড়িনী হইতে জিব ? মু কলকেত্তা রহিছন্তি উড়িনী কাঁই হইব ? হঃ, উড়িনী, উড়িনী, উড়িনী তোর বাপ্ ঠাকুরদা।

বাঙ্গালীবাবু—আরে গুখেকোরবেটা বলে কি ? কিস্কিন্ধাবাসী ব'লতে ওর কি লর্জ্জা হয় নাকি ?

উড়িনী—গাড়ি পাড়িছ কাঁই ?

বাঙ্গালীবাবু— গাল দেবো কেনরে ? ব'ল্‌ছি তোদের দেশে কি কলা কমে গেছে।

উড়িনী—(হাস্ত) হ, হ, কড়া, কড়া, কড়া মু বড় ভালবাসি পারা।

বাঙ্গালীবাবু—তাই তো ব'লছি তোরা কত বড় জাত।

উড়িনী—সকাড়, সকাড় পকাড় ভাত খাইকিড়ি আউছি। সব তঙ্কা গেল, সব তঙ্কা গেল।

বাঙ্গালীবাবু—কেনরে তোর কি আজ টিপ মিল্‌ছেনা ?

উড়িনী—বাপ, বাপ (ক্রন্দন) সব গেল, সব গেল।

প্রস্থান।

১ম বাঙ্গাল হালার পুত হালা, শুয়োরের বাচ্ছা, কেবল পাছু লইবে কেবল পাছু লইবে ? হালা, গাধা, বান্দর।

২য় বাঙ্গাল—আরে চুপ দাও, চুপ দাও। কোলকেত্তা সহরে সব বদ্র ব্যক্তি বাস করেন। বাঙ্গাল জান্‌তে পার্‌লে মাইরে খেদাইয়া দিবা।

১ম বাঙ্গাল—কি কি কি কইলে ? মারে কেডারে ? কোম্পানির রাজত্যে মুরি মিছরির এক দর নয় ? (পকেটে হাত দিয়া) আমার ব্যাগ নিল কেডারে ?

২য় বাঙ্গাল—ব্যাগ নাই ?

১ম বাঙ্গাল—না, হালার পুত হালা গাঁটকাটা মোর ব্যাগ চুরি করিয়েছে রে। (ক্রন্দন) ওরে কি হইল রে।

প্রস্থান।

১ম মাড়োয়ারী—তোম কোন্ ঘোড়ে যাচ্‌তা হায় ?

২য় মাড়োয়ারী—৭ লম্বর !

১ম মাড়োয়ারী—কাহে ?

২য় মাড়োয়ারী—দেখা নেহি ক্যায়সা ছোট ঘোড়ে। জকিকা ক্যায়সা লাল পোষাক।

১ম মাড়োয়ারী—ওঁ ঘোড়ে কভি নেহি আয়েগা।

২য় মাড়োয়ারী—আলবৎ, উন করেগা ?

১ম মাড়োয়ারী—কেৎনা ভাও ?

২য় মাড়োয়ারী—এক রুপিয়ামে দশ রুপিয়া।

১ম মাড়োয়ারী—(হাতে হাত দিয়া) পাকা। এই দশ রুপিয়া লে লেও।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্নদার বাটীর সম্মুখ।

অন্নদা, পাগলী, জগ, ললিত, রাম হরিবাবু, ও অন্যান্য লোক।

ললিত—আহা হা! দেখ দেখ অন্নদা বাবুর মাথাটা কেমন ফুলেছে।

পাগলী—ফুল্‌বেনা, মাথা দিয়ে কি কম রক্তটাই বেরিয়েছে? বাছাকে আমার বিনা দোষে মার্‌লে, সে দিকে ভ্রূক্ষেপও না ক'রে—বাছা আমার সেই আঘাতকারীরই মঙ্গলের জন্য কতই অনুনয় বিনয় ক'ল্লে! কি উদার শিক্ষা, কি অমানুষিক সহিষ্ণুতা! কি আত্মত্যাগের অভাবনীয় উদাহরণ!

অন্নদা—এতে আর আমার মহত্ত্ব কোথায় মা? আমায় সে মেরে ছিল,—আমিও না হয় তাকে মার্‌তুম। হয়তো তা'কে পুলিশের হাতেও দিতে পার্‌তুম। কিন্তু তা'র ফল কি হ'তো মা? সে তো আর মানুষ হবার মত শিক্ষা পেত না। আমার মনে প্রতিশোধের প্রবৃত্তি জাগ্‌লে, তাকে তো পাপ থেকে ফেরাতে পার্‌তুম না। ক্ষমার চেয়ে ক্ষমতা কি আর আছে মা? তা'কে কারাগারে অপরাধীর বেশে দেখ্‌লে—এক সময় না এক সময় আমার মনে হ'তো কেন এ কাজ ক'রেছি। লোকে বলে প্রতিশোধ নোবো। মানুষে কি প্রতিশোধ নিতে পারে মা? মা, আমার কার্য্য তো মোটেই এগুচ্ছে না? আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের কিছুই যে হ'লো না? দয়াময় অধমের দিকে একবার চাও? মহাপাপী আমি, আমার মুক্তির পথ প্রশস্ত ক'রে দাও? রক্তপাত কেন আমার

স্নায়ু-শিরার সমস্ত রক্ত নিয়ে আমাকে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা দিয়েও যদি আমার হৃদয়ের ময়লা ধুয়ে যায় তাও কর, আমি তাতে কিছুমাত্র বিচলিত হব না!

পাগলী—কেন বাবা তুমি এত কাতর হ'চ্ছো? তোমার সহিষ্ণুতা, তোমার একাগ্রতা, তোমার ভগবানে একান্ত অনুরাগ যদি নিস্ফল হয়, তাহ'লে যে ভগবানের অস্তিত্ব লোপ পাবে বাবা? তুমি যে ভাবে লোক শিক্ষা দিচ্ছ এমন ভাবে শিক্ষা তো মানুষে দিতে পারে না বাবা? তুমি এখন আদর্শ পুরুষ, পুরুষ কেন দেবতা ব'ল্লেও কোনও দোষ হয় না। তোমার বাসনা কখনও ব্যর্থ হবে না। সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে ভগবানে মন প্রাণ সমর্পণ ক'রেছি, কিন্তু তাতে তো ইন্দ্রিয় সংযম সম্যকভাবে হয়নি, তাতে তো রাগ দ্বেষ একেবারে যায়নি। তাঁর সৃষ্ট জীবের মধ্যে মনুষ্য জন্ম যে শ্রেষ্ঠ, তুমিই তার একমাত্র নিদর্শন। তোমার জন্ম সার্থক, তোমার কর্ম্ম সার্থক। অনেক পুণ্য ক'র্লে, তোমার মত ছেলে পাওয়া যায়।

অন্নদা—মা! মা! ক্ষমা কর—আমার মত ক্ষুদ্র মানুষকে দেবতার স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়ে—দেবতার মুখ হেট ক'রোনা। হয়তো—তোমার প্রশংসায় আত্মহারা হ'য়ে আমি কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হব, আমার মনে গর্ব্ব জেগে উঠ্‌লে, আমি নিজের কাজ ভুলে যাব। বরং আমায় উপদেশ দাও—কেমন ক'রে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আমি আর স্থির থাকৃতে পাচ্ছিনে, সময় চলে যাচ্ছে দিনও ফুরিয়ে আসছে কিন্তু বিশেষ কায তো কিছু হ'চ্ছেনা মা?

পাগলী—কেন বাবা, তোমার কায তো অনেক এগিয়ে এসেছে? অনেকেই তোমার নির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ ক'রেছে! তুমি বেশী উথলা

হ’য়ো না তোমার কায সফল হবেই হবে। আমি আমার বংশীধ্বনী শুন্‌তে পাচ্ছি—দেবতারা তোমায় আশীর্ব্বাদ ক’ল্লেন—

ধর্ম্ম জগতে   সত্যের পথে
কর্ম্মের ফল ক্ষয়,
সহায় শূন্য—   না হও ক্ষুণ্ণ
পুণ্যের জেনো জয়।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হেদুয়া।

বৃদ্ধগণ ও পাগলী।

১ম বৃদ্ধ—আজকের দিন্‌টা বড় খারাপ। সেই সকাল থেকে মেঘলা ক’রে আছে দুপুর বেলাও একটু ফরসা হয়নি। এখন তো আরও ঘোরালো হ’য়ে আস্‌ছে।

২য় বৃদ্ধ—আজকাল প্রায়ই তো এই রকম হ’চ্ছে। অসুখ বিসুখও লেগেই আছে।

৩য় বৃদ্ধ—তাতো বটেই, এ রকম ওয়েদারে (Weather) শরীর কি কখনও ভাল থাকে ?

১ম বৃদ্ধ—মশাই ডেথ-রেট (death rate) খুব বেড়েছে। বসন্ত কলেরা প্রায় সব বাড়ীতে ঢুকেছে।

৩য় বৃদ্ধ—আজ সকালকার কাগজ দেখেছিলেন? একজন মাতাল একজনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে —

পাগলীর গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ—

বাঁচিতে এসোনি কেহ
স্থির—জেনো মনে মনে !
দু'দিন পরে দিন ফুরুলে
যাবে নিজ নিকেতনে।
ধন জন কিছু নহে আপনার,
সঙ্গের সম্বল সকলি অসার !
নয়ন মুদ্‌লে ভীষণ আঁধার—
শ্মশান শয়নে।
অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে,
ঘুরে বেড়াও বুক ফুলিয়ে,
শেষের দিনে—রাখ্‌তে তোমায়—
পার্‌বেনা ক' পরিজনে।
মন ! তোমার কি হবে গতি
শোন "সোনার" এই মিনতি
নিরন্তর রেখো মতি—
সেই সে রাজীব চরণে।

সকলে—বাঃ বাঃ বেশ গান, বেশ গান, বড় চমৎকার গান, বড় চমৎকার গান, আর একটা গাওনা বাছা ?

পাগলী—গাব ? আচ্ছা গাচ্ছি। এ গান তোমাদেরই তো ভাল লাগ্‌বে। তোমরা এখন তীরে এসে ব'সেছ কিনা ? কিন্তু এখনও যা'দের—বাসনার আগুণ নেবেনি, রূপের পিপাসা ঠাণ্ডা হয়নি, তা'দের এসব গান ভাল লাগে না।

গীত।

তোমার মত দয়াল হরি
দেখিনি আর এ সংসারে,
তুমি পিতা হ'য়ে—জন্ম দিয়ে-
মা হ'য়ে নাও কোলে তা'রে।
তুমি পিতা, তুমি মাতা
তুমি ভব—ভয়ত্রাতা
তুমি হে ভরসা কেবল
অকুল পাথারে।
ভবলীলা সাঙ্গ হ'লে
ত্যজনা পাতকী ব'লে,
স্থান দিও চরণ তলে
তোমার এই দুহিতারে।

১ম বৃদ্ধ—তুমি থাক কোথায় বাছা?

পাগলী—আমার এক ছেলে আছে তার কাছে থাকি।

২য় বৃদ্ধ— তুমি কি রোজ রোজ এখানে এসো?

পাগলী—প্রায়ই আসি।

১ম বৃদ্ধ—মশাই সুবিধা নয়। বোধ হয় বৃষ্টি হবে। চলুন বাড়ী যাওয়া যাক্। বাছা যখন আস্‌বে তখন আমাদের গান শুনিয়ে যেও।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্যারিবাবুর বাটী।

প্যারিবাবু ও কতকগুলি লোক।

প্যারিবাবু—মশাই, কাল্‌কের ব্যাপার দেখ্‌লেন?

১ম লোক—খুব দেখেছি, আমিও সে দলে ছিলুম।

প্যারিবাবু—কি ঠিক্ ক'র্‌লেন?

২য় লোক—ও সব্ কাজ আর ক'র্‌বো না।

প্যারিবাবু—আমিও তাই ঠিক্ ক'রেছি। অন্নদাবাবু যখন পাঁড় হ'য়ে ছাড়্‌তে পেরেছেন তখন আমরাও পার্‌বো না কেন? আপনাদের সকলের কাছে হাত জোড় ক'রে মিনতি ক'র্‌ছি আপনারা ও সব ছেড়ে দিন।

উদ্‌ভ্রান্তবেশে মাতালের প্রবেশ।

মাতাল—প্যারিবাবু, কাল সেই যে মদের দোকানে যাকে আমি বোতল ছুঁড়ে মেরেছিলুম তার বাড়ী কোথায় জানেন? আমার তাকে বিশেষ দরকার।

প্যারিবাবু—কেন, কি এত দরকার? আবার বুঝি মার্‌বে?

মাতাল—আমি আর স্থির থাক্তে পারছিনে, যদি জানেন, দয়া ক'রে ব'লে দিন—তা'র বাড়ী কোথায়।

প্যারিবাবু—খুব কাছেই।

মাতাল—তবে চলুন—আমাকে একবার দেখিয়ে দিন,—একলা যেতে সাহস হ'চ্ছে না। মাথাটা যেন ঘুর্‌ছে, চোখ দুটো আষাড়ের অপ্রসন্ন আকাশের মত জলে ভ'রে আস্‌ছে! চলুন মশাই—চলুন—

প্যারিবাবু—আমিও ঐ দিকে যাব। চল তোমায় বাড়ীটে দেখিয়ে দিয়ে যাই।

সকলে—ভালই হ'লো প্যারিবাবু, আমাদেরও ইচ্ছে—অন্নদাবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করি।

প্যারিবাবু—বেশত, চলুন না—সকলে মিলে এক সঙ্গে যাওয়া যাক।

[সকলের নিষ্ক্রান্ত

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

অন্নদার বাটীর সম্মুখ।

পাগলী, অন্নদা, রাম, জগ, ললিত হরিবাবু ও
বহুলোক উপস্থিত।

পাগলীর গীত।

বিরহ ব্যাকুলা আমি
হের হে, হৃদয় স্বামী?
দেখা দিয়ে জুড়াও জীবন!
(হরি হে)
পরমেশ, প্রেম-সিন্ধু,
কৃপাময় দীনবন্ধু,
দাও মোরে রাঙ্গা শ্রীচরণ।
(হরি হে)
খেলিতে তোমার খেলা,
বাড়িয়া চলিল বেলা,
হ'য়ে এলো দিবা অবসান!
কারে আর ডাকিব বল?
তুমি সহায় সম্বল,
ঘুরাও না আর মোরে—
হৃদয় রঞ্জন।

মাতাল, প্যারিবাবু ও তাহার সঙ্গীগণের
প্রবেশ।

মাতাল—পাগলী, অন্নদাবাবু তোর কে ?

পাগলী—আমার ছেলে।

মাতাল—কোত্থেকে পেয়েছিস্ ?

পাগলী—কুড়িয়ে।

মাতাল—তুই গান শিখ্‌লি কোত্থেকে ?

পাগলী—হুঁ! তা বুঝি জানিস্ নি ? ঐ ছেলেই আমায় শিখিয়েছে।

মাতাল—কি রকম ?

পাগলী—শুধু যে ও আমার ছেলে তা নয়, ও আবার আমার শিক্ষাদাতা। আমি যে পথে ছিলুম ও আমাকে সে পথ থেকে এনে এক নূতন পথে ফেলেছে। এই যে সব লোক দেখ্‌ছিস্ এরা সব বড় কুক্রিয়াশক্ত ছিল, কিন্তু ওর সংসর্গে এসে একেবারে শুধ্‌রে গেছে। আমারও অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। ছিলাম আমি মুক্তি পিপাসিনী—উদাসিনী, অন্নদার হ্যাপায় প'ড়ে—আবার সংসারীদের সুখ দুঃখের কথা ভাব্‌তে হ'চ্ছে।

মাতাল—আচ্ছা, ওর সঙ্গ কি এতই ভাল যে মহাপাপী সে মহাপাপ থেকে পরিত্রাণ পায় ?

পাগলী—নিশ্চয়। ও কেমন জানিস ? চুম্বক পাথর, লোহা দেখ্‌লেই টানে। আবার ওর যদি গুণ শুনিস্ তো অবাক্ হ'য়ে যাবি।

মাতাল—(অন্নদার প্রতি) তোমার তো সব গুণ শুন্‌লুম! তোমার মাথায় কাপড় বাঁধা কেন ?

পাগলী—তা বুঝি জানিস নে ? কাল একটি মাতাল ওর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

মাতাল—কেন মাতালের কাছে যাবার দরকার? তবে বুঝি ও মদ খায়?

পাগলী—না রে না, ও সে মদ খায় না! ও এমনি মদ খেয়েছে যে জগৎটাকে একেবারে আপনার ক'রে নিয়েছে।

মাতাল—তাতে ওর লাভ?

পাগলী—নিজের পথ পরিষ্কার করা।

মাতাল—অন্নদা, আমাকে চিন্‌তে পার?

অন্নদা—এক দিনেই ভুলে যাব? তুমি আমার বড় দাদা, আমার শিক্ষাদাতা? তুমিই না আমাকে বোতল ছুঁড়ে মেরেছিলে?

মাতাল—(স্বগত) এ কি! জগদীশ্বর! বল দাও,—আর স্থির থাক্তে পার্‌ছি না! (প্রকাশ্যে) হাঁ আমিই তোমাকে বোতল ছুঁড়ে মেরেছিলুম। কিন্তু তোমার বড় দাদা, শিক্ষাদাতা হলুম কি ক'রে?

অন্নদা—বয়সে বড়—স্নুতরাং বড়দাদা, কিন্তু সত্যই তোমার দ্বারা আমি উপকৃত। তুমি বোতল ছুঁড়ে না মার্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌তুম না আমার সহ্য করবার শক্তি কত? তোমার কাছ থেকে আমি এমন শিক্ষা পেয়েছি যে যাতে ক'রে আমি বেশ বুঝিছি আমায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ক'রে কেটে ফেল্লেও আমি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হবনা। ভাই ও ভ্রাতৃবধু স্বর্গ দেখিয়ে দিয়েছেন কিন্তু সে স্বর্গে যাবার পথ তুমিই ব'লে দিয়েছ। দাদা, কই ছোট ভাই বোলে আদর ক'র্‌ছো না কেন?

মাতাল—(স্বগত) কি দেখ্‌ছি! কি শুন্‌ছি! (প্রকাশ্যে) আদর কর্ত্তে পারি যদি আমার কাছে একটা প্রতিজ্ঞা কর।

অন্নদা—দাদা, আদেশ পালনই যখন ছোট ভাইয়ের কাজ তখন আবার প্রতিজ্ঞা কেন? আদেশ কর—নিশ্চয় তোমার আজ্ঞা প্রতিপালিত হবে!

মাতাল—না—না, তিন সত্যি কর, তিন সত্যি কর। বল, আমার কথা রাখ্‌বে?

অন্নদা—কেন রাখ্‌বো না।

মাতাল—আমি তোমার কথায় বিশ্বাস ক'র্‌লুম।

(জামার ভিতর হইতে ছুরি বাহির করিয়া)

এই ছুরি নাও, আমার বুকে বসিয়ে দাও—তাহ'লে দেখতে পাবে—এ দেহে রক্ত নেই, রক্তের শোণিমা নেই, অনুতাপের বাড়বাগ্নিতে—শরীরের সব জলীয়াংশ একেবারে শুকিয়ে গেছে! এই দেখ প্রাণটা আমার গলার কাছে ঠেলে এসেছে, কিন্তু কিছুতেই বেরুতে চাচ্ছে না। গলায় ছুরি দিতে গিয়েছিলুম—পারিনি, মনে হ'লো মরে গেলে এ প্রাণের জ্বালার শান্তি হবে না। ভাইটী আমার, তোমার কাছে করজোড়ে মিণতি ক'চ্ছি আমায় উদ্ধার কর ভাই? বড় জ্বালা বড় জ্বালা! বড় কষ্ট, বড় কষ্ট!—ওঃ আর সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ছিনে!

পাগলী—একেই বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ। একেই বলে গুরুগিরি। এর এই অনুতাপই একে শুধ্‌রে দেবে।

অন্নদা—কেন দাদা! তুমি অত অধীর হ'চ্ছো? কুকার্য্য অনেকে করে কিন্তু তোমার মত অনুতপ্ত ক'জন হয়?

মাতাল—(উদ্‌ভ্রান্তভাবে) তা'হলে তুই পার্‌বিনি! বুকে ছুরি দিতে পার্‌বিনি! কেন পার্ব্বি? তুই কি আমার মত বেহেড মাতাল! তুই কি আমার মত—নির্ম্মম পিশাচ? তোকে বৃথা অনুরোধ। আমি নিজেই আর একবার চেষ্টা করি।

(ছুরি লইয়া বুকে বসাইতে যাওয়া ও অন্নদা মাতালের
হস্ত হইতে ছুরি দূরে নিক্ষেপ করিয়া
আলিঙ্গন করণ)

অন্নদা—দাদা, দাদা! আমি যে তোমার ছোট ভাই! আমার মুখের দিকে একবার চাও দেখি?

মাতাল—আহা হা! শরীরটা জুড়িয়ে গেল। প্রাণের জ্বলুনি একেবারে নিভে গেল! ভাই, আমার উপায় কি হবে? নরাধম, নীচাশয় ক্রূরমতি আমি, মহাপাপী ব'লে আমার কি গতি হবেনা ভাই? কখনও ভগবানকে ডাকিনি, তাঁর বিষয় কখনও ভাবিনি কিন্তু মানুষে

যে ভগবানের কায করে তা জান্‌তুম না। ভাই আজ থেকে তোর শরণাপন্ন হ'লুম তুই উপায় ক'রে দিস্।

অন্নদা—দাদা! ভগবান ছাড়া কে কার উপায় কর্ত্তে পারে। সংসারে থাক্‌তে গেলে আমাদের কতকগুলো কাজ কর্ত্তে হবে, তাই সেই শ্রীভগবানের নাম স্মরণ ক'রে কাজ কর, সৎকার্য্য কর, তাতেই পথ পরিস্কার হ'য়ে যাবে।

প্যারিবাবু—অপূর্ব্ব দৃশ্য! অপূর্ব্ব ব্যাপার! অন্নদার পায়ে মাথা লুটিয়ে পড়ে! আমারাও আজ ধন্য হলুম।

পাগলীর গীত।

শুধু মন্ত্র দিলে হয় না গুরু,
কাজ দেখান চাই।
এমন ভাবের মন্ত্র হবে,
প্রাণে প্রাণে গাঁথা রবে,
শয়নে স্বপনে, ভাবিবে সে মনে,
গুরু বিনা তার গতি নাই॥
মারলে তোমায় বোতল ছুঁড়ে,
তুমি ক'র্‌লে নাকো রাগ,
তাই দেখে ওর উঠ্‌লো জেগে
বিবেক ও বিরাগ,
প্রাণের জ্বালা গেল ঘুচে,
মনের কালী দিলে মুছে,
বলিল সে পায়ে ধোরে
তুমি না রাখিলে মোরে
বল কোথা যাই॥

যবনিকা।